ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রকাশনা
রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন

আমাদের টাকায় পদ্মা সেতু

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোন লেখা ই-মেইলে *iebnews48@gmail.com* পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

- চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- ধারাবাহিক ঃ স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- মুক্তমঞ্চ ঃ প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- গ্রীণ টেকনোলজি ঃ গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- উদ্ভাবন ঃ নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- সাক্ষাৎকার ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- অতিথি কলাম ঃ অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

স ম্পা দ কী য়

সৃজনশীল উদ্ভাবনী ও পরিবর্তন প্রায়াসী নেতৃত্বের মাধ্যমে ২০২০-২০২২ মেয়াদের নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে আইইবি'কে দেশের প্রকৌশলী সমাজের কাছে প্রাণের ও প্রেরণার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। প্রকৌশলীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন আইইবি'র বর্তমান নেতৃবৃন্দ। বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আবহে দৃষ্টিনন্দন আইইবি গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে আইইবি ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্মৃতিস্তম্ভ, বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ ও হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের প্রতিচিত্রের সমন্বয়ে মাটির টেরাকোটা, বঙ্গবন্ধু কর্নার, শান্ত সৌম্য মসজিদ, মেডিকেল সেন্টার, আইইবি'র মূল প্রবেশদ্বারে ডিজিটাল ডিসপ্লে এ সবই নতুন প্রাণচঞ্চল আইইবি আমাদের সামনে হাজির করে। এসব উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কর্মযজ্ঞের জন্যে ২০২০-২০২২ মেয়াদের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যদের জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বহুমুখি কর্মযজ্ঞ ও নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২৫ জুন ২০২২ দেশের বৃহত্তম সেতু পদ্মাসেতু উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। পদ্মাসেতু বাঙালির সাহস সক্ষমতা ও উন্নয়নের আইকন হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি লাভ করেছে।

দু'বছর করোনা মহামারী শেষ না হতে হতেই রাশিয়া-ইউক্রেইন যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর চরম আঘাত হেনেছে। দেশের সীমিত জ্বালানী সম্পদ নিয়েও সরকার জনগণের জীবনযাত্রা সচল রাখার নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যাবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য সরকার ইতোমধ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রকৌশলী সমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। দেশের প্রকৌশলী সমাজ করোনা কালীন দুর্যোগের মতোই বর্তমান পরিস্থিতিও প্রকৌশলীগণ দক্ষতা মেধা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে মোকাবেলা করবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ বর্তমান সংখ্যায় পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, বিদ্যুতের লোডশেডিং সমাধান বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সদর দফতর, কেন্দ্র উপকেন্দ্রের সংবাদ রয়েছে। আশাকরি সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রিয় পাঠক,
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন। পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন

সম্পাদক
প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.

সম্পাদকমন্ডলী
প্রকৌশলী মো. রনক আহসান
প্রকৌশলী ইমু রিয়াজুল হাসান
প্রকৌশলী মো. আলী নুর রহমান, পিইঞ্জ.
প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান
প্রকৌশলী ধরিত্রী কুমার সরকার
প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

নির্বাহী সহকারী (গ্রাফিক্স)
সুব্রত সাহা

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৬৭৮৬০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

এই সংখ্যায়

আমাদের টাকায় পদ্মা সেতু পৃষ্ঠা-০৩
প্রকৌশলী মো. আলী আকবর হায়দার

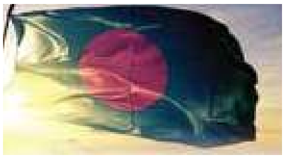

জাতীয় পতাকা পৃষ্ঠা-০৭
বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী
এস. এম. খাবীরুজ্জামান, পিইঞ্জ.

মেট্রোরেল পৃষ্ঠা-০৮
প্রকৌশলী মো. শাহ আলম

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রকৌশলী পৃষ্ঠা-১১
প্রকৌশলী শিখা রহমান

ঐতিহাসিক ৭ জুন এবং বাঙালির ম্যাগনা কার্টা পৃষ্ঠা-১৪
প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন

লোডশেডিং বৈশ্বিক পরিস্থিতি দরকার সরকারি বেসরকারি সমন্বিত পদক্ষেপ পৃষ্ঠা-১৭
প্রকৌশলী মো. আমিরুল হোসেন

Freedom : Birthright পৃষ্ঠা-১৮
Engr. Abdullah Al Jannath Newaz

আমাদের টাকায় পদ্মা সেতু

প্রকৌশলী মো. আলী আকবর হায়দার

পদ্মার ঢেউ রে... মোর শূণ্য এ হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যারে...” এই নজরুল সঙ্গীতটি বিখ্যাত গায়িকারা গেয়েছেন আবার আমরা বয়স্করা অনেকেই শুনেছি। সেই পদ্মার বুকের উপর দিয়ে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং কারিগরি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্রিজটি উদ্বোধন হয়েছে ২৫ জুন। ব্রিজটি দোতলা। পদ্মা সেতু পৃথিবীর মেগা ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে রীতি মত রেকর্ড ভাঙ্গা গড়ায় মেতেছে, পদ্মা সেতু সবসময় বাংলাদেশের মানুষের কাছে অনেক কাঙ্খিত একটি প্রোজেক্ট। আমি অনেকের সাথে কিছুটা অতিরিক্ত উদ্বেলীত এবং উল্লসীত কারণ প্রাথমিক জরীপ সমীক্ষতার চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমি ২ বার উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি ফরিদপুরের নদী গবেষণার মহাপরিচালক। সে সময় যমুনা ব্রিজের দু ধারে প্রায়ই দুর্ঘটনা হচ্ছিল। এ বিষয়টি জরীপ সমীক্ষা কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছিলাম যেন যানবাহনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভাব্য ব্যবস্থা পদ্মাব্রিজে রাখা হয়। আর একটা বিষয় বলেছিলাম যে প্রমত্তা পদ্মার কারণে এটির জন্যে ২-ডি এবং ৩-ডি যথাক্রমে ম্যাথমেটিক্যাল এবং ফিজিক্যাল মডেল যেন ভালোভাবে সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছিলো সম্ভবত জাপানের জাইকার তরফ থেকে। সেটি ২০০৪/২০০৫ সালের কথা। তখন যমুনা ব্রিজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এটি হয়ে ছিলো। এর পরে প্রমত্ত পদ্মার বুক দিয়ে অনেক অনেক মিলিয়ন বিলিয়ন কিউসেক পানি গড়িয়ে গেছে।

এই পদ্মা ব্রিজটিকে নিয়ে যত আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে এতো আর কোনো মেগা প্রকল্প নিয়ে হয়নি। এই

পদ্মাব্রিজটি নিয়ে লক্ষাধিক লিংক রয়েছে। অনেক অনেক লেখা বের হয়েছে এ পদ্মা ব্রিজ নিয়ে; আমি গতানুগতিক টেকনিক্যাল প্রবন্ধ লিখবো না আমি জলজ একটা লেখা লিখবো কারণ যমুনার ওপাড়ে আমার জন্ম ভূমি, যমুনা ব্রিজের নির্মাণের কারণে যে পরিবর্তন আমি অবলোকন করেছি সেই আলোকে আমার এ লেখা। দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলা সংযোগকারী পদ্মা সেতুতে জড়িয়ে আছে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কাহিনী, সব শঙ্কা উড়িয়ে পদ্মা সেতু এখন বাস্তবে দৃশ্যমান। স্বপ্ন নয়। পদ্মা সেতু এগিয়ে চলাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সফলতা। উপর তলা দিয়ে মোটর ভেইকেল চলবে। নিচ তলা দিয়ে উভয় গেজ রেল গাড়ি চলবে। রেল গাড়ি আগামী বছরের মার্চের দিকে চালু হবে বলে জানা যায়। যমুনা ব্রিজ উদ্বোধন হওয়ার পরের দিন আমি গিয়েছি যমুনা ব্রিজের উপর দিয়ে উত্তরাঞ্চলে। মানুষের ভিতর দেখিছি প্রাণ চাঞ্চলতা এমন কি চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর যশোর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিলো। মুলত ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশকে ৩টি বৃহৎ নদী ৩ ভাগে বিভক্ত করেছে। মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো ক্ষীণ। আমার এক সিনিয়র প্রকৌশলীর কাছে গল্প শোনা সেই ব্রিটিশ আমলের শেষে এবং পাকিস্তান আমলের প্রথমে তাদের শহর কুষ্টিয়ার এক সাব ওভার শিয়ারে প্রমোশন হয়ে ওভারশিয়ার হয়েছেন। প্রোমশন কেস বিধায় তাকে বাঙ্গাল মুলুক মানে ঢাকাতে পদায়ন করা হয়েছে। তাঁকে বিদায় দেবার জন্যে তাঁর এলাকার লোকজনসহ আশেপাশের লোকজন একত্রিত হয়েছে। কোন দূরদেশে সে যাচ্ছে নিকট আত্মীয় স্বজন কাঁদছে। সে সময় প্রায় ২দিন লাগতো। সেই স্যার যে সময় তার অতীতের গল্পটি করতে ছিলেন তখন কুষ্টিয়া থেকে একদিনের কম সময় ঢাকাতে আসা যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্যারকে আমার গল্প বলেছিলাম যে আমি ঢাকাতে পড়াকালীন সময় রাজশাহী এক্সপ্রেসে রাত ১০টায় ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে ট্রেনে উঠতাম, পরের দিন প্রায় ১৩ ঘন্টায় সিরাজগঞ্জে নিজের গ্রামে গিয়ে পৌঁছতাম। ট্রেনে সিট না পেলে প্রায় দাঁড়িইে যেতাম। ঠাণ্ডায় খোলা মাছের বগিতেও বাড়ি গিয়েছি। আজ সেখানে ঢাকা থেকে সকালে রওনা দিয়ে ২-৩ ঘন্টায় বাড়িতে যেয়ে নাস্তা করা সম্ভব। সে সময় সে কারণে শুধু মাত্র ঢাকা এবং চট্টগ্রাম তুলনামূলকভাবে উন্নতি হয়েছে।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প শুধু স্বপ্ন নয় একটি সুখ স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সুখ স্বপ্ন এ জন্যে যে এটি নিয়ে প্রথম থেকেই দুঃস্বপ্ন ছিলো। কারণ আমাদের অনেকেরই জানা। আমাদের স্মরণ আছে যে, শুরু থেকেই পদ্মা বহুমুখী সেতু আলোচনা বিতর্ক ও ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাংক বলেছে যে তারা "বিভিন্ন উৎসের দ্বারা প্রমাণিত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেয়েছে যা পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা, এসএনসি-লাভালিনের নির্বাহী এবং ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি উচু-স্তরের দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের দিক নির্দেশ করে।" কথিত দুর্নীতির ফলে, বিশ্বব্যাংক প্রাথমিকভাবে সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত ঋণ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে এবং সরকারের সাথে ঋণ আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্যে শর্ত আরোপ করে। এর মধ্যে একটি শর্ত মেনে যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে পদত্যাগ করতে হয় কারণ তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নির্দেশ করে এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মোশারফ হোসেনসহ আরো একজনকে কারাগারে যেতে হয়। লাভালিন একটি সমঝোতা চুক্তি গ্রহণ করে যেখানে কোম্পানি এবং এর সহযোগীদের ১০ বছরের জন্য বিশ্বব্যাংকের চুক্তির জন্য বিডিংয়ে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। এটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ আন্তর্জাতিক দাতা একটি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে সম্মত হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় চারটি মানদণ্ডের একটি হল "অভিযুক্ত পক্ষ দোষ স্বীকার করেছে কিনা"। কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলেন যে এসএনসি লাভালিন তা করেছেন।

যাহোক, সন্দেহভাজনদের যথেষ্ট দোষমুক্ত বলে মনে করা হয়নি বলে দুর্নীতি-দোষ হিসাব মনে করার কারণে একটি কানাডিয়ান আদালতে দুর্নীতির অভিযোগগুলি বিচারের জন্যে রজু করা হয়। সন্দেহসমূহ যেভাবে সংগৃহীত হয়েছিল তা যথেষ্ট ও ভিত্তি না থাকাতে মামলাটি বাতিল করা হয়। যেহেতু মামলাটি ভাসমান এবং অনুমানভিত্তিক সাক্ষ্যের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল থাকায় প্রসিকিউশন মামলাটি আর না চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ফলতঃ দুর্নীতি প্রমাণ হয়নি, কিন্তু বিশ্বব্যাংক ১.২ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন থেকে বিরত থাকে। কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে জেলে থাকতে হলো কিছুদিন একজন মন্ত্রীকে পদ ছাড়তে হলো তবে মনে করা যেতে পারে যে বিশ্বষড়যন্ত্র এবং হীনরাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা কাজ করে থাকতে পারে, যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহলের কথাবার্তায় ও ইংগিতে পাওয়া গেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করে থাকেন। ব্রিজ প্রতিপক্ষ এমনতর ছিলো যে জাহাজের দোতলার পেসেঞ্জার নিচ তলার যাত্রীদেরকে সায়েস্তা করার জন্যে নিচ তলার জাহাজের তলানী ছিদ্র করে ডুবিয়ে দেওয়ার মতন। উল্লেখ্য যে অতি বিস্ময়কর ব্যাপার যে বিশ্বব্যাংক হঠাৎ করে বোর্ড সভা না করে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগে পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়, যা পরে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। প্রথম দিকে জনগণ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। তবে এতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সামনে একটি কঠিন পরীক্ষা দেখা দেয় মূলত যা তাকে সুযোগ এনে দেয় সক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যে। এটাও ঠিক যে প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সচিবকে জেলে পঠিয়ে ছিলেন হয়তো যথাযথ প্রমাণ হলে শাস্তিও হতো। বাংলাদেশ সরকার এতো কিছু করার পরও ২.৯ বিলিয়ন ডলারের অংশ বিশেষ ১.২ বিলিয়ন ডলার ঋণ স্থগিত হয়ে যায়। ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি, নির্মাণকালীন সময় গুজব ওঠে কোনো প্রকৌশলীর লাশ পাওয়া

গেছে ব্রিজের পিলারে, আবার এক লক্ষ শিশুর বা মানুষের মাথা নাকি চায় ব্রিজটি, এ নিয়ে দেশের কিছু কিছু এলাকায় মারপিট হয়েছে। একজন নির্মাণ কর্মী গোপনে বিরুপ মন্তব্য নিয়ে ভিডিও করে। পিলার ঘেষে যাওয়া ফেরী, কার্গো চলতে থাকে। কেন যে ফেরীর পিলারে বারে বারে ধাক্কা দিয়েও আবার পিলার ঘেষেই যাওয়া লাগে? একটা বড় ফেরী ৪০ফিট বা ৪৫ফিট চওড়া। পদ্মা ব্রিজের স্প্যান ১৫০ মিটার, কনভার্সন করলে হয় ৪৯২ ফুট, পানিতে অন্তত/কমপক্ষে ৪৫০ ফুট ক্লিয়ার থাকার কথা। তারপরও কেন পিলার ঘেষে যাওয়া। মার্চ মাসের ২২ তারিখের দিকে যখন নদী পারাপার হয় তখন স্রোত নাই বললেই চলে, বাতাসের উৎপাতও নেই। তারপরও কেন যে বারে বারে পিলারের সাথে ধাক্কা ধাক্কি। প্রাক্কলন নিয়ে অনেক বিরুপ সমালোচনা আগেও হয়েছে এখনও হচ্ছে। এখানে বলা যায় বাংলাদেশের প্রকৌশল ব্যবস্থাপনায় প্রাক্কলন একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি সাবজেক্ট। কিন্তু সে হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে ধরা হয় না।

আমেরিকাতে এটি আলাদা একটি পণ্য হিসাবে ধরা হয়, প্রাক্কলন ক্রয় করা হয়। বলতে দ্বিধা নেই যে মেগা প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত করার মতন সক্ষমতা গড়ে উঠতে এখনও সময় লাগবে আমাদের প্রকৌশল ব্যবস্থাপনায়। যারা প্রাক্কলন নিয়ে সমালোচনা চালিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত যে তারা পাশাপাশি একটা প্রাক্কলন তৈয়ার করে সমালোচনা করতে পারবে না। যারা সমালোচনা করছে তারা অন্য একটি মেগা ব্রিজের সাথে তুলনা করছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মাত্রই স্বীকার করবেন যে স্ট্রাকচারের ২টি অংশ থাকে; একটি সাব স্ট্রাকচার অন্যটি সুপার স্ট্রাকচার। সাব-স্ট্রাকচার অর্থাৎ ফাউণ্ডেশন অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। যে কারণে একই রকমের স্ট্রাকচারের একটি থেকে আরেকটির কস্টিং ভিন্নতর হয়ে যেতে পারে। বিশেষভাবে যারা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নদী ভিত্তিক সুইস গেট, রেগুলেটার করেছেন তারা জানেন যে একই ধরনের স্ট্রাকচার হলেও প্রাক্কলন ভিন্নতর হয়ে যায় বিশেষ করে ফাউণ্ডেশনের কারণে। তবে হাঁ এর পরেও পিলফারেজ আছে। যা ঠেকানোর মতন ব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাপী খুব একটা কার্যকর তা বলা যায় না। এটি কোনো রাজনৈতিক পক্ষ বিপক্ষের কথা নয়, এটি প্রকৌশলগত ব্যবস্থাপনার কথা। বিশ্বক্যাপ ফুটবলেরও স্ট্রাকচার কাজের বিষয় মাঝে মাঝে অভিযোগ শুনা যায়।

যাহোক, পদ্মা ব্রিজের অংশবিশেষের কাজ মোটাদাগে বলতে গেলে এমনতর যে

১. মূল সেতু প্রধান সেতু ৬১৫০ মিটার (২০১৮০ ফুট)
২. নদী প্রশিক্ষণ কাজ (RTW)
৩. জাজিরা অ্যাপ্রোচ রোড এবং নির্বাচিত সেতুর শেষ সুবিধা
৪. মাওয়া অ্যাপ্রোচ রোড এবং নির্বাচিত সেতুর শেষ সুবিধা
৫. সেবা এলাকা-২
৬. পুনর্বাসন
৭. পরিবেশ
৮. জমি অধিগ্রহণ
৯. CSC (প্রধান সেতু এবং RTW)
১০. CSC (অ্যাপ্রোচ রোড এবং সার্ভিস এরিয়া- ২)
১১. ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট অ্যান্ড সেফটি টিম (ESST)

বিজ্ঞ পরামর্শকদের পরামর্শানুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু নির্মাণের সব খুঁটিনাটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় যেমন : মোটর যানবাহন, রেলওয়ে পদ্মা নদী পার হওয়ার জন্যে কাঠামো নির্মাণ। স্থানীয় এলাকা লৌহজং উপজেলা। কাঠামোর নাম দাপ্তরীকভাবে 'পদ্মা বহুমুখী সেতু'। মালিক বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ওয়েব সাইট www.padmabridge.gov.bd পাশের উজানে লালন শাহ সেতু । সেতুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে; নকশা ট্রাস সেতু, উপাদান ইস্পাত ও কংক্রিট । মোট দৈর্ঘ্য ৬,১৫০ মি (২০,১৮০ ফুট)। প্রস্থ ১৮.১৮ মি (৫৯.৬ ফুট)। উপরে ৪ লেন সড়ক নিচে উভয় গেজ রেল পথ। পানির গভীরতা ১২২ মি (৪০০ ফুট)। স্প্যান সংখ্যা ৪১। লোড-সীমা ১০,০০০ টন। চায়না রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড দ্বারা নির্মিত। নির্মাণ শুরু ২৪ নভেম্বর ২০১৪। নির্মাণ শেষ ২০ জুন ২০২২। নির্মাণ ব্যয় ৩০১৯৩.৩৯ কোটি (২০১৮ প্রাক্কলন)। ২৫ জুন ২০২২ সকাল ১০:০০ (বাংলাদেশ সময়) দাপ্তরীকভাবে উদ্বোধন হয়েছে। পদ্মা সেতু একটি ইঞ্জিনিয়ারিং মনুমেন্ট বললে অতিরিক্ত বলা হবে না। যেমন ২ ধরনের কাজ এখানে করা হয়েছে এক, ট্রাস দুই. কংক্রিট। পদ্মা নদীর তলদেশ দিয়ে আরেকটি নদীর মতন প্রবাহিত স্রোত প্রবাহমান বলে জানা গিয়েছে। যা প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়নি। যার ফলে পিলারের ফাউন্ডেশন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করতে হয়েছে। সবচেয়ে দীর্ঘতম দৈর্ঘ্য পিলারটি প্রায় ৫০ তলা বিল্ডিং উচ্চতার সমান। বিশ্বের সবচে হেভী ওয়েট হ্যামার ব্যবহার করা হয়েছে যা বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে জার্মান থেকে নির্মাণ করা হয়। আরো বেশ কয়েকটি প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম দেশের প্রথম উড়াল ২৩

কি. মি. রেলপথ পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্যে করা হচ্ছে। নিচু জমি মাটি ভরাট করে পরিবেশ বিঘ্ন না করে এ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। রেল পথে পাথর ব্যবহার না করা। শুনেছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যায়নের জন্যে পদ্মা ব্রিজ অন্তর্ভুক্ত করা হয় কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদ্মাসেতুর কারণে যে সকল পরিবর্তন লক্ষণীয় তা হচ্ছে যে, যমুনা ব্রিজের মতন পদ্মাব্রিজটি প্রায় ৩ কোটি মানুষকে সংযোজিত করবে। এতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করবে। এটি বললে অযৌক্তিক হবে না যে দক্ষিণ এশিয়ার যানবাহন চলাচলে একটি ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। অটো মোবাইল যানবাহন বা মোটর ভেহিকেল এবং নিচ তলায় রেল চলাচলে অবশ্যই শুধু আমাদের দেশই নয় আমাদের প্রতিবেশি দেশেরও অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এটি অর্থনীতিবিদ না হয়েও বলা যায়। এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ একিটি ব্রিজ। এটা ঠিক যে, বৃহৎ ভারতের পূর্বের প্রতিবেশি হিসাবে বাংলাদেশ সমতল ব-দ্বীপ অসংখ্য নদী বিধৌতের পলিভরণের ফলশ্রুতিতে ভরণকৃত। পদ্মা নদী, যেটি বিশাল দৈর্ঘ্যে গঙ্গা নদীর চলমান প্রবাহমানতার অংশ, যেটি আবার বিশাল ব্রক্ষ্মণপুত্র বাংলাদেশের যমুনা নামক নদীটির সাথে গোয়ালন্দে মিলিত হয়ে পতিত হয়েছে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে; শেষমেষ বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়েছে। এই পদ্মা ৩ থেকে ৮ কি.মি প্রস্থতায় প্রবাহিত হয়েছে এবং প্রচুর ভাসমান সিল্ট বহন করে। রেল পথ পরিবর্তনসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ঢাকা থেকে ১৭২ কি.মি যশোরের সাথে সংযোগ হচ্ছে। সময় কমে ৩ ঘন্টা কম বেশি রানিং আওয়ার। পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বাংলার সাথেও কম সময় পৌছানো যাবে। ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গা, আড়িয়াল খাঁ, ধলেশ্বরী, মধুমতি, পদ্মা পারি দিয়ে রেল পথটি ভাঙ্গা, ভাঙ্গা থেকে বরিশাল অভিমুখে রেলপথ বিস্তৃত হতে পারে। যেমনটি হয়েছে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল হয়ে সিরাজগঞ্জ যমুনা ব্রিজের কারণে রেল পথ নির্মিত হয়েছে, সিরাজগঞ্জ থেকে সরাসরি বগুড়া রেলপথ যাওয়ার কথা আছে। অত্যাধুনিক রেল স্টেশন হচ্ছে। উন্নয়নের কোনো শেষ নেই। একটি উন্নয়ন অন্য আরো উন্নয়নের পথ সুগম করে। স্বাভাবিক কারণে পদ্মা ব্রিজটির উচ্চ ব্যয়ভার প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট সম্ভাবনা আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করবে। বাংলাদেশ একটি পলিভরণকৃত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। আমাদের বৃহৎ ৩টি নদী পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা বিস্তর পলি বহন করে ফলে আমাদের এ অঞ্চল প্রতি নিয়ত ভাঙ্গা গড়ার আবর্তে আবর্তিত। এই গঙ্গার বুকে অসংখ্য চর আছে। সেখানে বসবাস করে প্রায় দেড় কোটিরও অধিক মানুষ।

> “যাদের জীবন সদা সর্বদায় হুমকীর মুখে যেমন চর ভাঙ্গন, বন্যা প্রায় প্রতি বছরের ঘটনা। পদ্মাব্রিজটি পূর্ব পশ্চিম সংযোগকারী একটি দুই লেয়ার বিশিষ্ট বহুমুখী সেতু। পৃথিবীতে অন্যতম বৃহৎ নদী শাসন এখানে এই সেতুকে কেন্দ্র করে হয়েছে। এতে ভাঙ্গনের হার হ্রাস পাবে।”

ব্রিজের দুই প্রান্তকে কেন্দ্র করে সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হবে যেমনটি হয়েছে যমুনা ব্রিজের পূর্বে এলেঙ্গা অঞ্চল এবং পশ্চিম অঞ্চলে সায়দাবাদ ও কয়েড্ডার মোড়সহ সিরাজগঞ্জ। এব্যাপারে কেস স্টাডিও হয়েছে। তাতে এ রকমের ইংগিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে ট্যুর বেড়ে যাবে এতে স্থানীয় আর্থ সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিবে। এতে সংস্কৃতির উপর প্রভাব পড়বে। সেই সুদূর চুয়াডাঙ্গা থেকেও কৃষি পণ্য অতি সহজে ঢাকা অভিমুখে আসতে পারবে। এতে কৃষি পণ্যের উপর প্রভাব পড়বে। মাছের ব্যবসায় আসবে পরিবর্তন। খুব কম সময়ে মাছ গন্তব্যে পৌছাবে।

লাভবান হবে বরগুনা ও পাথরঘাটার পাইকার এবং প্রান্তিক জেলেরা। এটা অনস্বীকার্য যে, পদ্মা সেতু নিজ অর্থায়নে নির্মাণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পদ্মাব্রিজের উপর প্রতিবেদন আসছে। যাহোক কেউ কেউ বা মহলবিশেষ তাঁদের হীনমন্যতার জন্যে যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন, পদ্মা তাঁর উদার বুকে মেলে দিয়েছে ব্রিজটিকে। শূণ্য বুকের পদ্মটি দেওয়া হলো শেখ হাসিনার হাত দিয়ে। ■

জাতীয় পতাকা

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী এস. এম. খাবীরুজ্জামান পিইঞ্জ.

১৯৭০ সালের ৭ জুন, পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে ছাত্রলীগের তরফ থেকে মার্চপাস্টে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় । ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে সক্রিয় জয়বাংলা বাহিনী এর উদ্যোক্তা। যেহেতু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল অধিকাংশ ছাত্রলীগের কর্মী এ গ্রুপে ছিলেন, সেহেতু মার্চপাস্টের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন তারাই। তখন আমি শেরে বাংলা হলে উত্তরে অবস্থান করি এবং শেরে বাংলা হলে ছাত্রলীগের সভাপতি।

মার্চপাস্টের উদ্দেশ্য সবুজের মধ্যে লাল উদীয়মান সূর্য, তার মধ্যে সোনালী পূর্ববাংলা- এরূপ একটি পতাকা তৈরি করা হয়। এ পতাকার ডিজাইনও শেরে বাংলা হলেই আমরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন, সিরাজুল আলম খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২/১ জন ছাত্র মিলেই করি। এ উদ্দেশ্যে সবুজ রঙের লাল বর্ডারের টুপিও তৈরি করা হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের টুপিগুলো তৈরি করার জন্য দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। জুন মাসের ৪/৫ তারিখেই টুপিগুলো তৈরি করা হয়। ৬ জুন রাতে পতাকাটি তৈরি করে এনে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নুরুল আম্বিয়া এবং হাসানুল হক ইনু আমার হাতে দেন। আমি পতাকাটি বহনের জন্য একটি লাঠির ব্যবস্থা করলাম। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র মো. আব্দুর রহিম এটমিক এনার্জি কমিশনে থিসিস করতে এসে আমার রুমে থাকতেন। এ রাতে তিনি আমার হাতে এরূপ একটি পতাকা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনিও ছাত্রলীগের কর্মী বলে আগে থেকেই ৭ জুন মার্চপাস্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ৭ জুন সকাল বেলা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছাত্রলীগের মিছিল প্রথমে শহীদ মিনারে যায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা সাদা শার্ট, সাদা প্যান্ট এবং টুপি মাথায় পরে মিছিলে অংশ নেয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে হাসানুল হক ইনু পতাকাটি উড্ডীন অবস্থায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে শহীদ মিনার পর্যন্ত বহন করার দায়িত্ব আমাকে দেয়। শহীদ মিনারে ছাত্রলীগের ছাত্রদের বেশ সমাগম হয় এবং জয় বাংলা স্লোগানে শহীদ মিনার এলাকায় মুখরিত হয়। সেখান থেকে মিছিল পল্টনে চলে যায়। পল্টন ময়দানে সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধভাবে পতাকায় মার্চপাস্টে বঙ্গবন্ধুকে ৭ জুন অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু তার চিরাচরিত পোশাকেই পল্টন ময়দানের পূর্ব দিকে সামান্য উঁচুতে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাড়িয়ে সবার অভিবাদন গ্রহণ করেন। তাঁর মাথায়ও ছিল ছাত্রলীগের সেই টুপি। ছাত্রলীগের মিছিলগুলো পল্টনের দক্ষিণ দিক থেকে মঞ্চে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু সবার অভিবাদন গ্রহণ করেন। এ মার্চপাস্টে ওবায়দুর রহমানও টুপি পরিহিত অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর পাশে একটু পিছনে দাড়িঁয়ে থাকেন। ছাত্রলীগের চরমপন্থীরা এ সময় ওবায়দুর রহমানের উপস্থিতি মোটেই মেনে নিতে পারছিলেন না, তবে এমন পরিস্থিতিতে তেমন প্রতিবাদও হয়নি। মার্চপাস্টের পর অনেক টুপি এবং পতাকাটি গচ্ছিত অবস্থায় আবার বহন করে আমাকেই আনতে হয়। এ দিনই বন্ধু আব্দুর রহিম রুমে ফিরে এসে পশ্চিম পাকিস্তানে তার এক আত্মীয় উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার এর নিকট মার্চপাস্ট এবং পতাকার বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠি পড়ে শোনালে আমি তাকে বললাম, এটা যে স্বাধীন বাংলার পতাকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, পশ্চিমারা এ খবর জেনে গেছে। চিঠি সেন্সর হলে তার অসুবিধা হতে পারে । রহিম কোনো চিন্তা না করে চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। সে থেকে ২ মার্চ, ১৯৭১ এর আগ পর্যন্ত পতাকাটি আমার তত্ত্বাবধানেই ছিল। ■

মেট্রোরেল

প্রকৌশলী মো. শাহ আলম

বাংলাদেশের মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা : প্রত্যেকটি দেশের অবকাঠামো এবং টেকনোলোজির দিক দিয়ে উন্নতির পিছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে একজন প্রকৌশলী। পৃথিবীকে সুন্দর, বসবাস উপযোগী এবং আধুনিকায়নের পিছনে একজন প্রকৌশলীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের উন্নয়নেও নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে প্রকৌশলীগণ। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র। প্রত্যেকটি মেগা প্রকল্পে রয়েছে প্রকৌশলীদের নিরলস পরিশ্রম এবং মেধার স্বাক্ষর। মেট্রোরেল মূলত একটি দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা যা বিশ্বের অনেক বড় শহরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় গণপরিবহনের জন্য 'ঢাকা মেট্রোরেল' হলো 'জাইকা' এর অর্থায়নের একটি সরকারি প্রকল্প। প্রকল্পটি রাষ্টায়ত্ত ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) পরিচালনা করছে। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গর্ভন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্টের একটি সমীক্ষা অনুসারে, ২০০৪ সালে ঢাকার রাস্তার যানবাহনের গড় গতি ছিল ২১ (২১.২ কি.মি./ঘন্টা), কিন্তু ২০১৫ সালে তা ৬(৬.৮ কি.মি./ঘন্টা) এ নেমে আসে। ফলস্বরুপ, উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত বাসে যেতে সময় লাগে ৩ থেকে ৪ ঘন্টার বেশি। মেট্রোরেলে উত্তরা থেকে মতিঝিল পৌছাতে সময় লাগবে মাত্র ৪০ মিনিট। এটি প্রত্যাশিত যে এ ধরনের পরিবহন মানুষের জীবনধারা পরিবর্তন করে এবং তাদের উৎপাদনশীল সময়

বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মেট্রোরেল বিশ্বের অনেক বড় শহরে গণপরিবহনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। ১৮৬৩ সালে লন্ডন প্রথম দ্রুত ট্রানজিট, যুক্তরাষ্ট্র এনওয়েতে তার প্রথম দ্রুত ট্রানজিট রেল ব্যবস্থা চালু করে এবং ১৯০৪ সালে নিউইয়র্ক সিটি সাবওয়ে প্রথমবারের জন্য খোলা হয়েছিল। এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে জাপান হলো প্রথম দেশ যেটি ১৯২৭ সালে একটি পাতাল রেল ব্যবস্থা তৈরি করে। বর্তমানে বিশ্বের ৫৬টি দেশের ১৭৮টি শহরে ১৮০টি পাতাল রেল ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বাংলাদেশে মেট্রোরেল চালু করার জন্য সরকার 'ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্পের ধারণা নিয়ে কাজ করছিল। অবশেষে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে 'ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' বা 'মেট্রোরেল' প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) দ্বারা অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের জন্য মোট ৫টি রুট লাইন প্রস্তাব করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে এমআরটি লাইন ১, ২, ৪, ৫ এবং ৬ । জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর অর্থায়নে 'দ্য ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট সার্ভে (ডিএইচইউটিএস) মূল্যায়ন করা হয় এবং এমআরটি লাইন-৬ নামে মেট্রোরেলের জন্য প্রথম এমআরটি রুট নির্বাচন করা হয়।

জাপান ইন্টারন্যাশনালা কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর অর্থায়নে 'দ্যা ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক সার্ভে (ডিএইচইউটিএস১)' মূল্যায়ন করা হয় এবং এমআরটি লাইন-৬ নামে মেট্রোরেলের জন্য প্রথম এমআরটি রুট নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় আনুমানিক ২.৮২ বিলিয়ন ডলার প্রদান করছে। বাকি ২৫ শতাংশ তহবিল দেবে বাংলাদেশ সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জুন ২০১৬ সালে নির্মাণ কাজের সূচনা করেন। প্রাথমিকভাবে এমআরটি লাইন-৬ এর দৈর্ঘ্য ২০.১ কিলোমিটার প্রস্তাব করা হয়েছিল, উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত, যা পরে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়, যার ফলে রুটটির দৈর্ঘ্য আরও ১.১৬ কিলোমিটার বৃদ্ধি পায়। এটির মোট দৈর্ঘ্য হবে ২১.২৬ কিলোমিটার। রুটে মোট ১৭ টি স্টেশন থাকবে এবং রুটে ২৪টি ট্রেন সেট চলবে। ২৯ আগস্ট ২০২১-এ প্রথম ট্রায়াল রান দিয়াবাড়ি থেকে উত্তরা পর্যন্ত পরিচালিত হয়। মেট্রোরেলে প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী বা প্রতিদিন ৯,৬০,০০০ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। এমআরটি লাইন-১ মেট্রোরেল প্রকল্পের অধীনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রুট। এমআরটি-১, দুটি ভিন্ন রুটে নির্মিত হবে। এয়ারপোর্ট রেল লিংক নামে পরিচিত প্রথমটি কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা পরে গাজীপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। এ রুটটি হবে প্রথম ভূগভর্স্থ মেট্রোরেল ব্যবস্থা যেখানে ভূগর্ভস্থ স্টেশনও থাকবে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে এর নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভূগভর্স্থ লাইনটি প্রতিদিন প্রায় ৮,০০,০০০ যাত্রী বহন করবে। এমআরটি লাইন-১ এর দ্বিতীয় রুটটি বারিধারা থেকে পূর্বাচল পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে, যা পূর্বাচল রুট নামে পরিচিত হবে। এ রুটটি হবে একটি এলিভেটেড রেল রুট। এমআরটি লাইন-১ এর দুটি রুটই ২০২৬ সালে নির্মাণ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়া কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত এমআরটি লাইন-৪ নির্মাণ হবে এবং এমআরটি লাইন-২ 'গাবতলী' থেকে 'চিটাগং রোড' রুটে পরিচালিত হবে, যা ২০৩০ সালে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় দু-ধরণের পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। একটি হলো পাবলিক বাস, লেগুনা এবং রিকশাসহ যাতায়াতের সাশ্রয়ী মাধ্যম।

তবে অত্যাধিক যানজট এবং অতিরিক্ত ভিড়সহ বিভিন্ন কারণের জন্য এ ধরনের পরিবহন ব্যবহার করার জন্য লড়াই করতে হয়। অন্যদিকে, সিএনজি এবং ট্যাক্সি ক্যাব পরিসেবা গুলোও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসাবে উপলব্ধ, তবে সেগুলো তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। যদিও অনেক মানুষ পরিবহনের জন্য ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার করে, তথাপি এটি সবার জন্য প্রনিধানযোগ্য বিকল্প নয়। মেট্রোরেল তাদের জন্য একটি সুবিধাজনক পরিবহন পরিসেবা প্রদান করবে যারা ব্যয়বহুল গণপরিবহন ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে কুলিয়ে উঠতে পারে না এবং সাশ্রয়ী পরিবহনের অভাবে ক্রমাগত ভোগান্তিতে পড়ে। সরকারের প্রতিটি মেগা প্রজেক্টেই মুনাফ অর্জনের বাণিজিক দিক রয়েছে। তবে অন্যান্য বাণিজিক প্রকল্পের মতো মুনাফা অর্জনই সরকার-প্রবর্তিত প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, সরকার ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সাধারণত একটি বিশাল ভুর্তুকি প্রদান করে যাতে জনগণ সাশ্রয়ী মূল্যে পরিসেবা থেকে উপকৃত হতে পারে। এ উদ্যোগের ফলে আর্থিক ক্ষতি হলেও দেশের অর্থনীতি অন্যান্য ক্ষেত্রে উপকৃত হয়। মেট্রোরেল পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন হবে, যা বাংলাদেশে অনেক কাজের সুযোগ তৈরী করবে। ইউএনবির মতে, প্রতিটি মেট্রো রেলস্টেশনে একটি অপারেটিং রুম, টিকিট কাউন্টার, লাউঞ্জ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট, প্রার্থনার স্থান, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, এস্কেলেটর, লিফট এবং আরও অনেক কিছু থাকবে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে নতুন কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তাছাড়া, স্টেশনগুলোর আশে-পাশে বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য একদল কর্মীও প্রয়োজন হবে। এসব কর্মসংস্থান আর্থিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করবে এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। মেট্রোরেলের কারণে, ট্রানজিট ব্যবস্থা বাড়বে এবং স্টেশনগুলোর আশপাশে অসংখ্য

ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত ব্যবসা গড়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, উন্নত পরিবহন পরিকাঠামোর কারণে নতুন সংস্থাগুলো বিকাশের সুযোগ পাবে, অন্যদিকে বর্তমান ব্যাসাগুলো উপকৃত হবে। সামগ্রিকভাবে, স্টেশন এবং রুটের কাছাকাছি স্থাপন করা ব্যবসাগুলো দেশের জিডিপিতে যথেষ্ট অবদান রাখবে। পিক আওয়ারে আসন না পাওয়া, অতিক্তিত ভীড়, অল্প ব্যবধান, বাস কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার ইত্যাদি কারণে ঢাকা শহরের মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ে। ট্যাক্সি এবং সিএনজি ছিলো বাসের বিকল্প।

> ❝ঢাকা বাসির যাতায়াতের একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হবে মেট্রোরেল। কারণ এটি প্রচুর যাত্রী বহন ক্ষমতাসহ একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন সুবিধা প্রদান করবে, এটি প্রতি ঘন্টায় ৬০,০০০ যাত্রী বহন করবে এবং প্রতি ৪ মিনিটে প্রতিটি স্টেশনে একটি ট্রেন যাতায়াত করবে।❞

কিন্তু অতিরিক্ত ভাড়া 'মিটার ভাড়া' ব্যবহার না করার প্রবণতা, যাতায়াতের অনুরোধ কমে যাওয়া, সিএনজিতে ছিনতাই ও মলম পার্টির উৎপাত এবং চালকদের দুর্ব্যবহার জনগণের জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। ঢাকা বাসির যাতায়াতের একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হবে মেট্রোরেল। কারণ এটি প্রচুর যাত্রী বহন ক্ষমতাসহ একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন সুবিধা প্রদান করবে, এটি প্রতি ঘন্টায় ৬০,০০০ যাত্রী বহন করবে এবং প্রতি ৪ মিনিটে প্রতিটি স্টেশনে একটি ট্রেন যাতায়াত করবে। তাছাড়া বিদ্যমান গণপরিবহন ব্যবহারে নারীরা প্রায়ই হয়রানির সম্মুখীন হন। এর মধ্যে পরিবহন পিক টাইমে দীর্ঘ অপেক্ষার সময়, শারীরিক বা মৌখিক হয়রানি, আসন সল্পতা, নিরাপদে বাস উঠা নামা এবং উপযুক্ত পরিবহন খোজাঁ।

এসব কারণে নারীরা বিদ্যমান পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করছে। সুতারাং তারা মেট্রোরেল ভ্রমণে আরও আগ্রহী হবে। ফলে কর্মক্ষেত্রে নারীরা অংশগ্রহণ বাড়বে। মেট্রোরেল আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটি নতুন যুগে আবদ্ধ করবে। উন্নত দেশগুলোয় মেট্রোরেল এবং অন্যান্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন মাধ্যম গুলোকে একত্রিত করে একটি উন্নত রুট সিস্টেম তৈরী করা হয়েছে যাতে মানুষ শুধু একটি পেমেন্ট কার্ডের মাধ্যমে তাদের গন্তব্যে ভ্রমণ করতে পারে।

বাংলাদেশে এরই মধ্যে মেট্রোরেলে ব্যবস্থা তৈরী করা হচ্ছে। সিস্টেমটি ধীরে ধীরে সব ধরনের পাবলিক ট্রান্সপোর্টে প্রসারিত করা যেতে পারে। একটি দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন আনার পাশাপাশি ধীরে ধীরে নগদবিহীন অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। ■

আমরা যাঁদের হারিয়েছি

১. প্রকৌশলী আবু আনসার মো. সালেকুজ্জামান এফ/৩৭৮২, ১৯ মার্চ ২০২২ খ্রি.

২. প্রকৌশলী মো. ইব্রাহীম হোসেন, এফ/১৩১৫৭ ২৩ মার্চ ২০২২ খ্রি.

৩. প্রকৌশলী মো. মাজেদুল ইসলাম ০৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.

৪. প্রকৌশলী মো. আবুল খায়ের, এফ/৪৬৪৯ ১০ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.

৫. প্রকৌশলী এ.এফ.এম. ফারুক, এফ/৭৪২৬ ১৪ এপ্রিল ২০২২খ্রি.

৬. প্রকৌশলী মো. সালেহ উদ্দিন, এম/১৯৯৭৬ ২২ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.

৭. প্রকৌশলী আবু ওসমান আল মাহবুব, এম/২৭২২২, ২৬ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.

৮. প্রকৌশলী মো. মঞ্জুরুল হক তালুকদার, এম/৩৪৭৫১, ০৩ মে ২০২২ খ্রি.

৯. প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, এম/১৯৫৫৯ ০৪ মে ২০২২ খ্রি.

১১. প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, এফ/১০০৯১, ১৯ মে ২০২২ খ্রি.

১২. প্রকৌশলী আনোয়ারুল আজম খান অঞ্জন ১৯ মে ২০২২ খ্রি.

১৩. প্রকৌশলী ফজলুর রহমান জামালী, এম/৮৯১২ ৩১ মে ২০২২ খ্রি.

১৪. প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব চৌধুরী, এফ/১৯৭৪, ২৪ জুন ২০২২ খ্রি.

১৫. প্রকৌশলী শিবু প্রসাদ মজুমদার

১৬. প্রকৌশলী উগা প্রু, এফ/৩৮৪৬

১৭. প্রকৌশলী আবুল খালেক

১৮. প্রকৌশলী লুৎফর রহমান

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রকৌশলী
খালেদা শাহারিয়ার কবির, 'ডোরা' ডাকনামেই অনেকের কাছে পরিচিত

মায়ের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন

প্রকৌশলী শিখা রহমান

মা আকাশবাড়িতে পাড়ি জমিয়েছেন তিন সপ্তাহ পেরিয়েছে মাত্র। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে মা এসে মাথায় হাত রাখবেন না... খুব মনখারাপের সময়ে জড়িয়ে ধরে বলবেন না "সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস!!" এই কঠিন সময়ে উনাকে নিয়ে লেখা কঠিন। তারপরেও লিখতেই হবে জানি। কারণ তিনি শুধুই আমার 'মা' নন, উনি পুরো বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের অনুপ্রেরণা। আমার মা, খালেদা শাহারিয়ার কবির, 'ডোরা' ডাকনামেই অনেকের কাছে পরিচিত এবং বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রকৌশলী। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় (ইপুয়েট, বর্তমানে বুয়েট) থেকে ১৯৬৮ সালে পুরকৌশল বিভাগে প্রথম শ্রেণী পেয়ে পাশ করেন। তিনি যেসময়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, সে সময় নারীদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে নিরুৎসাহিত করা হতো কেননা পড়াশুনার অংশ হিসেবে সার্ভে ক্যাম্পে তাদেরকে মাসখানেক বাড়ির বাইরে থাকতে হতো। সেজন্য মেয়েদেরকে স্থাপত্য বিভাগে পড়তে উৎসাহিত করা হতো। মা গল্প করতেন "ভাগ্যেও খেলায় আর্কিটেকচার বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার দিন আমার খুব জ্বর হয়। তবে এর কিছুদিন আগে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ১৩০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় হই। এতে বাধ্য হয়ে আমার ভর্তির ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষ খুব গুরুত্বের সাথে নেয়।" "Another new career for the women of Pakistan has been pioneered by East Pakistani girls, and once again they are from the East Pakistan University of Engineering and Technology. Out of over 113

students who graduated from the Department of Civil Engineering this year two of them are girls - the first engineers of the province and the first of their kind in Pakistan ...," প্রকৌশল শিক্ষায় মেয়েদের পথিকৃৎ খালেদা শাহারিয়ার কবিরের কর্মজীবনের শুরু ১৯৬৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মর্নিং নিউজে এভাবেই লেখা হয়ে ছিলো।

মায়ের কর্মজীবনের ইতিহাস প্রায় চার দশকের। চাকুরী জীবনের শুরু হয় ১৯৬৯ সালে "মকবুলার রহমান এন্ড এসোসিয়েটস" নামের ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটিং ফার্মে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯৭০ সালে তদানীন্তন ইপিওয়াপদায় (বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাপাউবো) সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। তিনিই ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম নারী প্রকৌশলী। মায়ের দেয়া সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত করছি "বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমিই ছিলাম পুরো মতিঝিল এলাকায় কর্মজীবী একমাত্র নারী। অবশ্য এর বাইরে কিছু ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান মেয়েও কাজ করতো, তবে তারা রিসিপশনিস্ট হিসেবে কাজ করতো।" ১৯৭৫ সালে তিনি থাইল্যান্ডের ব্যাংকস্থ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এ আই টি) থেকে পানি সম্পদ প্রকৌশলে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই ছিলেন মেয়েদের প্রথম প্রতিনিধি, আবার বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম প্রকৌশল বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

চাকুরী ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে খুব দ্রুত মা বাংলাদেশের শীর্ষ ও প্রতিভাবান পানি সম্পদ প্রকৌশলীদের মাঝে স্থান করে নেন। ১৯৭৮ সালে উনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদে, ১৯৯৪ সালে সুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পদে এবং ২০০০ সালে প্রধান প্রকৌশলী (চীফ ইঞ্জিনিয়ার) পদে উন্নীত হন। ২০০১ সাল পর্যন্ত উনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নকশা পরিদপ্তরে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০০২ সালে প্রকৌশলী খালেদা অতিরিক্ত মহাসচিব (Additional Director General, ADG O&M) হিসেবে দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে বাপাউবো থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারি প্রকৌশল সংস্থায় এত উচ্চ পদে উন্নীত হওয়া উনিই প্রথম মহিলা প্রকৌশলী ছিলেন। বাংলাদেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও বিশাল গর্বের প্রকল্প উত্তরবঙ্গের তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প। সে সময়ে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে দেশের এই বৃহত্তম প্রকল্পটি পুরোপুরি ডিজাইন করেছিলেন বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়াররা। প্রকৌশলী খালেদা এই প্রকল্পের মুখ্য ডিজাইনারদের মধ্যে একজন ও তিস্তা ব্যারেজ ডিজাইনে তিনি অনন্য মেধার স্বাক্ষর রাখেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকে বুয়েটে পড়া পর্যন্ত যখনই সুযোগ হয়েছে মায়ের সাথে তিস্তা ব্যারেজ সাইট পরিদর্শনে গিয়েছি। মা এতো সহজ করে সবকিছু বুঝিয়ে দিতেন যে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া এই আমিও প্রকল্পের খুঁটিনাটি বুঝতে পারতাম। অবশ্য দুই প্রকৌশলীর একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে প্রকৌশলবিদ্যায় ব্যবহৃত অনেক পরিভাষা ও শব্দাবলীর সাথে পরিচিত ছিলাম। পানি সম্পদ কৌশলে আমার ডক্টরেট ডিগ্রি নেয়ার পেছনে অনুপ্রেরণা 'মা'। ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে থেকে জেনে গিয়েছিলাম যে প্রকৌশল বিদ্যার মাধ্যমে মানুষের জীবনের উন্নতি করা সম্ভব এবং সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করার সময়ে মানুষের জন্য মায়ের আবেগ আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছে। পুরকৌশল বিভাগ বেছে নেয়ার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিলো মূলত কাজের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

বাবা মো. আমিনুর রহমানের সাথে ১৯৬৯ সালে মায়ের সংসার জীবনের শুরু। উনারা তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম প্রকৌশলী দম্পতি। বাবাও পুরকৌশলী ছিলেন, তবে উনি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করতেন। একই পেশায় থাকার জন্য মায়ের অসুবিধাগুলো সহজেই বাবা বুঝে নিতেন। বাবাও বহুবার মায়ের সাথে প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়েছেন। মা অসংখ্য সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে ভ্রমণ করেছেন, বাবা সংসার ও আমাকে সামলে রেখেছেন। পরস্পরের সম্পূরক ছিলেন দুজন। দুজনেই খুব মিশুক আর আড্ডাবাজ ছিলেন। আমাদের পারিবারিক সময়গুলো গান-কবিতা-আড্ডা পরিবার-পরিজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুবই আনন্দময় ছিলো। মায়ের যে ব্যাপারটা আমাকে তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মুগ্ধ করেছে, সেটা হচ্ছে তার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। উনি অবশ্য এই গ্রহণযোগ্যতা উনার দক্ষতা, পরিশ্রম ও সততা দিয়ে অর্জন করেছেন। মায়ের নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা খুব সহজাত ছিলো। কথা বলামাত্রই সবাই বুঝে যেতো যে উনিই একমাত্র নেতৃত্ব দেয়ার উপযুক্ত। মা অনায়াসেই মানুষকে বিশ্বাস করতেন। নেতৃত্ব ও আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার গুণে খুব সহজেই উনি অলস বা অমনোযোগী অধীনস্থদের কাছে থেকেও কাজ আদায় করে নিতেন। অমায়িক, সদালাপী ও সবসময়েই হাস্যোজ্জ্বল এই মানুষটা ছোটবড় সকলের কাছেই খুব প্রিয় ও শ্রদ্ধার ছিলেন। প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে এছাড়াও তিনি Dhaka Integrated Flood Protection Project, Buriganga Right Bank Project ও অন্যান্য অনেকগুলো প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্প নিয়েও কিছু কাজ করার সুযোগ তার হয়েছে। অন্যান্য প্রকৌশলী সহকর্মীদের মতে বাপাউবোতে গত দু'তিন দশকে এমন সফল ও দক্ষ প্রকৌশলী বোর্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আর আসেননি। মায়ের সততা, কর্মদক্ষতা ও কাজের প্রতি নিষ্ঠা সুবিদিত ছিলো। আজও বাপাউবোতে "ডোরা আপা" কিংবদন্তী। এক ডাকে সবাই উনাকে চেনে। মা বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশল সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের জন্যে সুষ্ঠ নীতিমালা প্রণয়ন ও অধিকার আদায়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। অবসর গ্রহণের পরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী সমিতির (Retired

Engineers Association, REA) প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন পানি সম্পদ প্রকল্পের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সেমিনার পরিচালনা ও মতামত প্রদানে সহযোগিতা করেছেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের পেনশন ও অন্যান্য অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছেন। লায়ন্স ক্লাবসহ অন্যান্য অনেক সামাজিক সংগঠনেই মা খুব সক্রিয় ছিলেন। লিঙ্গ বৈষম্য মোচনের ব্যাপারে ও মহিলা প্রকৌশলীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সংগঠনে উনি খুবই সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। উনি ড. জেড এইচ ভূইয়া ফাউন্ডেশন সায়েন্স এওয়ার্ড, আবু হোসেন সরকার স্মৃতি গুণীজন সংবর্ধনা পদক, Lions Club Distinguished Service Award, মুক্ত আকাশ সম্মাননা পদক, বৃহত্তর রংপুর কল্যাণ সমিতি ও সাদুল্লাপুর উপজেলা সমিতির সম্মাননা পদক, Women Architects, Engineers, Planners Association (WEAPA) Award, BUET Alumni Award সহ বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতি, The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন সম্মাননা ও পদক অর্জন করেছেন। তবে মায়ের সবচাইতে বড় অর্জন সহকর্মী, প্রকৌশলী ও মানুষের ভালোবাসা।

> **“মানুষকে অনুপ্রাণিত করার, তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো মায়ের। যখনই সুযোগ হয়েছে সাধ্যমতো অন্যকে সাহায্য করেছেন মা। প্রতিদান প্রত্যাশা না করে এমন সাহায্য করতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি আমি। She had a golden heart বিশেষ করে নারী কর্মজীবীদের সাহায্য ও অধিকার আদায়ের জন্য সবসময় মাকে লড়াই করতে দেখেছি। পত্র পত্রিকায় মায়ের দেয়া সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি “মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে সত্য কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আরো পরিবর্তন দরকার... ”**

মানুষকে অনুপ্রাণিত করার, তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো মায়ের। যখনই সুযোগ হয়েছে সাধ্যমতো অন্যকে সাহায্য করেছেন মা। প্রতিদান প্রত্যাশা না করে এমন সাহায্য করতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি আমি। She had a golden heart. বিশেষ করে নারী কর্মজীবীদের সাহায্য ও অধিকার আদায়ের জন্য সবসময় মাকে লড়াই করতে দেখেছি। পত্র পত্রিকায় মায়ের দেয়া সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি “মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে সত্য কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আরো পরিবর্তন দরকার...। আমরা চাচ্ছি না পুরুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতে। মেয়েদের যা প্রাপ্য সেটা যেন তারা পায় এটাই আমি মনে করি। যেটুকু আমার দরকার তাই চাই। আমার দরকার নেই পুরুষের মতো হবার, তাদের মতো চলার। মেয়েরা মেয়েদের মতো হবে, তাদের মতো চলবে। তারা নিজেদের যোগ্যতায়, দক্ষতায়, নিষ্ঠায় সুশৃঙ্খলভাবে যেন কর্তব্য পালন করতে পারে সেই অধিকার তাদের দিতে হবে। তাদের অধিকার মানবাধিকার।” সাতান্ন বছর আগে ‘ডোরা’ যে লড়াই শুরু করেছিলেন, পরবর্তীকালে তারই অনুসরণে অন্য মেয়েরাও উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন ছাত্রীদের কলরবে মুখরিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নারী প্রকৌশলীরা আজ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। হাতা-খুন্তির বদলে দেশের উন্নয়নের নীল নক্সায় নিবিষ্ট নারীরা। মা ইতিহাসের অংশ হয়ে অনন্তকাল অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাবেন। “ডোরা আপা” কিংবদন্তী হয়ে থাকবেন নারীদের প্রকৌশল শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে এবং অত্যন্ত দক্ষ, মেধাবী ও দেশের শীর্ষ প্রকৌশলী হিসেবে। সততা ও মানবতার কারণে মা অজস্র মানুষের ভালোবাসায় অমর হয় থাকবেন। মা যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন, যত্নে থাকুন। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সাগিরা!! মা এই দেশটাকে, দেশের মানুষগুলোকে বড্ড ভালোবাসতেন। উনি যে সুন্দর ও স্বাবলম্বী দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্যি হোক। ■

কেন্দ্র পরিবর্তন ও ঠিকানা সংশোধন

আইইবি'র সম্মানিত সদস্যদের কেন্দ্র পরিবর্তন, নাম, মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল, ছবি সংশোধন করতে আইইবি সদর দফতরের মেম্বারশীপ শাখায় অথবা আইইবি আইটি শাখা (iebheadquarter.it@gmail.com) অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)

ঐতিহাসিক ৭ জুন এবং বাঙালির ম্যাগনা কার্টা

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) আইইবি ও মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ

দুইশত বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে ১৯৪৭ সালে। এই দেশের মানুষ তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তখন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বৃটিশ শাসকদের আদলে পূর্ব পাকিস্তানের উপর ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণ চালাতে আরম্ভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিকসহ সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত বৈষম্যমূলক আচরণ, শাসন, নিপীড়ন, বঞ্চনা, ও শোষণ নীতি স্বাভাবিকভাবেই প্রচন্ড ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের অধিকাংশ হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে। তবে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা আনুপাতিক ছিল না। বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক ভিত্তিতে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হওয়ায় গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এর ফলে, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা বৈষম্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলগুলোর একটি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সম্বলিত ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মন্ত্রে উজ্জীবিত ও ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ছয়দফা দাবিকে তাদের জাতীয় মুক্তি সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। ছয়দফা হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত বৈষম্যমূলক আচরণ, শাসন, নিপীড়ন, বঞ্চনা, ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভের অব্যর্থ মূলমন্ত্র। ছয়দফা ছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে বাঙালিদের উপর

চালিয়ে যাওয়া শোষণ-নিপীড়নের সর্বপ্রথম কোনো সুসংগঠিত আন্দোলন। ছয়দফা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পৌঁছান এবং তার পরদিন অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ছয়দফা দাবি পেশ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি পত্রিকায় শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে তিনি নিজেই ৬ ফেব্রুয়ারির সম্মেলন বর্জন করেন। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা সংবলিত ছয়দফা কর্মসূচির একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। যার নাম ছিল ছয়দফা: আমাদের বাঁচার দাবি। ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধীদলীয় সম্মেলনে ছয়দফা পেশ করেন। এরপর ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। ছয়দফা কর্মসূচীর ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ছয়দফা উত্থাপন করা হয় লাহোর প্রস্তাবের সাথে মিল রেখে। ছয়দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য ছিল-পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র, ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এই ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। পরবর্তীকালে এই ৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়। বলা যায় ছয়দফার মাঝেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে ছয়দফা আন্দোলন এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, একে ম্যাগনা কার্টা বা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদও বলা হয়।

> **“ছয়দফার পটভূমি ছিল প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর চালিয়ে যাওয়া ক্রমাগত অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা, চাকরি, কেন্দ্রীয় শাসন এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনজনিত বৈষম্যমূলক আচরণ।”**

প্রথমত: পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুতে পাকিস্তানের দুই অংশে অর্থনৈতিক বৈষম্য কম থাকলেও পরবর্তীতে তা চরম আকার ধারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ২০% থেকে ২৫% কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্য, (যেমন পাট) রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো ৫০% থেকে ৭০%। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বের ৬০% পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত হতো। তথাপিও পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেকের সমান।

দ্বিতীয়ত: প্রতিরক্ষা ব্যয়ে বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, ১৬ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যায়ের ৩৭৯৫.৫৮ কোটি টাকার মধ্যে ২১১৭.১৮ কোটি টাকা ছিল প্রতিরক্ষা ব্যয় যার শতকরা হার ৫৬%। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা বরাদ্দ ছিল মাত্র ১০%। এছাড়া ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরক্ষা নিরাপত্তাহীন করে তুলেছিল।

তৃতীয়ত: কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক পদে ৮৪% পশ্চিম পাকিস্তানি এবং ১৬% বাঙালি আর বৈদেশিক চাকরির ক্ষেত্রে ৮৫% পশ্চিম পাকিস্তানি এবং ১৫% বাঙালিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তাছাড়া সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগের হার ১০% এর বেশি ছিল না। এমনকি বাঙালিদের কোন উচ্চ পদে নিয়োগ করা হতো না। সকল বাহিনীর ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির সকল সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। চাকরির ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য বাঙালিদের মনে তাদের মুক্তির সনদ ছয়দফা প্রণয়নের পটভূমি রচনা করে দিয়েছিল।

চতুর্থত: পাকিস্তান ছিল দুইভাগে বিভক্ত একটি দেশ। তাত্ত্বিকভাবে দুই অংশ স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার কথা থাকলেও কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে রাজনৈতিক কর্মধারাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল বাঙালিরা, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করে রাখার এক ষড়যন্ত্রের অংশ।

পঞ্চমত: পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান সূচনার শুরু থেকেই বাঙালি সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। তারা প্রচার করে যে, বাঙালি সংস্কৃতি হচ্ছে হিন্দু সংস্কৃতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সংস্কৃতিকে বাঙালিদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এমনকি পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার মানসে তারা বেতারে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ করে। আপন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসের এই হীন প্রচেষ্টা প্রতিটি বাঙালিকে তীব্রভাবে আঘাত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে চলমান এরূপ রাজনৈতিক শোষণ, নিপীড়ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বঞ্চনা এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সামরিক অসহায়ত্ত্বের কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পথ খুঁজছিল। এমনি প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির প্রাণের দাবি সম্বলিত ছয়দফা কর্মসূচি পেশ করেন। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবিসমূহ:

প্রথম দফা- শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে। **দ্বিতীয় দফা-** কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা : সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দু'টি (ফেডারেল) ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে- যথা- দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট বিষয়গুলো অঙ্গ রাজ্যগুলিতে ন্যস্ত করা উচিত। **তৃতীয় দফা-** মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা : মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত ২ টির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে। (ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ ও পৃথক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করা উচিত। **চতুর্থ দফা-** রাজস্ব, কর, বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা : ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে। **পঞ্চম দফা-** বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা : ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে। ১. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে। ২. কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোই মিটাবে। ৩. অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোন রকম বাধা-নিষেধ থাকবে না। ৪. শাসনতন্ত্রে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে। **ষষ্ঠ দফা-** আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা : আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

বাঙালিদের মাঝে ছয়দফার ব্যাপক সমর্থন আঁচ করতে পেরে ১৯৬৬ সালে ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী গ্রেপ্তার করে এবং তা জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের একমাস পর অর্থাৎ ৭ জুন ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতাদের মুক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের লক্ষ্যে ছয়দফা বাস্তবায়নের দাবিতে পূর্ণ দিবস হরতাল আহবান করে। সেই দিনের হরতালে অভূতপূর্বভাবে সাড়া দেয় ছাত্র-শ্রমিক-জনতাসহ সারা দেশের মানুষ। হরতাল বানচাল করতে পশ্চিমাদের পেটোয়া পুলিশ বাহিনী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে মুক্তিকামী মানুষের মিছিলে গুলি চালায়। এতে ঢাকার তেজগাঁওয়ে শ্রমিক নেতা মনু মিয়া, ওয়াজিউল্লাহসহ ১১ জন এবং নারায়ণগঞ্জে সফিক ও শামসুল হক নিহত হন। আহত হন অনেকেই। পশ্চিমা সরকারের বিরূপ প্রচারণা এবং ক্রমাগত রাজনৈতিক অত্যাচারে ছয়দফা আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। সেই সময়ই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভিযুক্ত করে এক নম্বর আসামি করা হয়। স্বৈরাচারী শাসকেরা ভেবেছিল মামলা দিয়ে তারা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন নিঃশেষ করে দেবেন। কিন্তু হলো তার বিপরীত। আগরতলা মামলা দায়েরের পর তিনি পরিণত হন মহানায়কে। সরকারের যড়যন্ত্র ছাত্র-যুব-জনতা ব্যর্থ করে দেয় গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এদেশের জনগণ প্রিয় নেতাকে সেনানিবাসের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনেন। মুক্তি পেয়েও বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয়দফা আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

ঐতিহাসিক ৭ জুন দিনটি বাঙালির স্বাধীনতা, স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের অন্যতম মাইলফলক। অবিস্মরণীয় একটি দিন। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব যে সকল আন্দোলন বাঙালির মনে স্বাধীনতার চেতনা ও আকাংখাকে ক্রমাগত জাগিয়ে তুলেছিল ছয়দফা তাদের অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির অভূতপূর্ব বিজয়, একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পথ ধরে দেশ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ৯ মাসে ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সমভ্রমের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত ছয়দফা দাবির সাথে যেমন এদেশের মানুষ একাত্মতা প্রকাশ করেছিল, ঠিক তেমনি দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির যুগ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উন্নয়নের পেছনে রয়েছে বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার এক দীর্ঘ ইতিহাস। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ সব কিছুই সম্ভব হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দুঃসাহসী এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের কল্যাণে। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু। ■

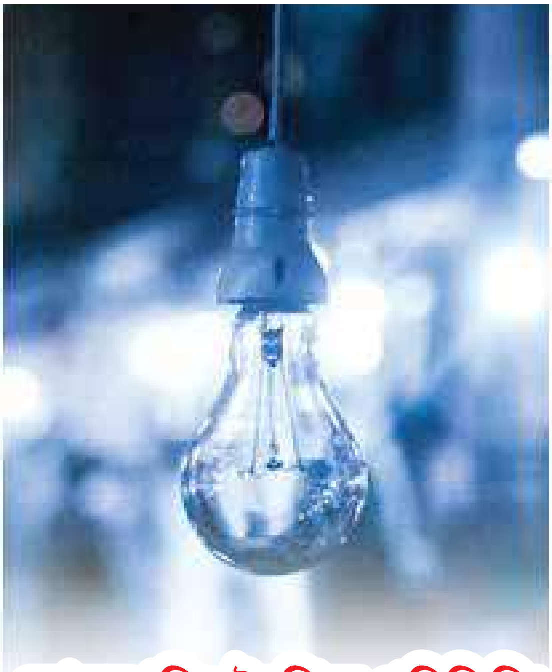

লোডশেডিং বৈশ্বিক পরিস্থিতি দরকার সরকারি বেসরকারি সমন্বিত পদক্ষেপ

প্রকৌশলী মো. আমিরুল হোসেন

ইউক্রেন যুদ্ধ আর নিষেধাজ্ঞা বা Sanction দ্বৈত জটিলতায় কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। তেল, খাদ্যসহ নানাবিধ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি আর ইনফ্লেসন আর মুদ্রাস্ফীতির গ্যারাকলে বিশ্বের সকল দেশ। এটা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন কঠিন পরিশ্রম, একাগ্রতা, কৃচ্ছতা এবং অবশ্যই সততা ও দক্ষতা। দরকার সামাজিক উদ্যোগ। গ্যাস আর তেলের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না, আর কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ চলছে ঢিমেতালে, কচ্ছপ গতিতে। দক্ষিণের পটুয়াখালীর পায়রায় কয়লা ভিত্তিক দুইটি ইউনিট, প্রতিটি ৬৬০ মেগাওয়াট করে মোট ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রেডি ফর জেনারেশন, সেটা সরবরাহে আনা যাচ্ছে না গ্রীড লাইন অসম্পূর্ণ। সেখানে প্রথমটার টেস্ট রান বা পরীক্ষামুলক উৎপাদন করা হয়েছে জানুয়ারি ২০২০ তে। আর রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে কিছু পরিবেশ দরদী বিশাল অহেতুক হাউকাউ লাগিয়ে উদ্যোগটা বিলম্বিত করে দিলেন। তারা কিন্তু এখন বিদ্যুৎ ঘাটতির দায়ভারটা নিবেন না। কিছু পরিবেশ দরদীর ঐ বিশাল অহেতুক, অযৌক্তিক হাউকাউ না থাকলে মোট ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন উৎপাদনে থাকত এবং এখন লোডশেডিং এর দরকার হতো না।

কক্সবাজারের মাতারবাড়ী বড় একটা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কবে নাগাদ অপারেশনে আসবে পরিষ্কার নয়। ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নিয়ে কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার স্টেশনগুলো দ্রুত অপারেশনে এনে তেল আর গ্যাস ভিত্তিক প্রাইভেট বিদ্যুতের অতি উচ্চ মূল্য থেকে বের হয়ে আসার কোন পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ তো দেখছি না। বি-পিডিবি-র ফেব্রুয়ারি-২০২২ তথ্য জানাচ্ছে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র ৭.৬২% হয় কয়লাভিত্তিক, মাত্র ১% পানি বা হাইড্রো-ইলেকট্রিক এবং মাত্র ১% সৌর বিদ্যুৎ। সরকারের একটা ঘোষিত নীতি ছিল, সৌর এবং বায়ু ভিত্তিক (Renewable Green Energy) ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, সেটারও খুব একটা গতি নেই। ব্যক্তি এবং সমাজিক পর্যায়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা দৃশ্যমান নয়। বাসা বা সরকারি বেসরকারি দফতরে জানালায় মোটা পর্দা ঝুলিয়ে বিদ্যুৎ বাতির ব্যবহার, ডেলাইট বা দিনের আলো ব্যবহারে অনীহা বা অসচেতনতা খুবই কমন এবং এটা যে দৃষ্টি কটু বিলাসিতা, অনেকে তা বোঝেই না। উন্নত অনেক দেশেই ডেলাইট ব্যবহারে জনসচেতনতা বা মাইন্ডসেটআপ বহু বছর ইনপ্র্যাকটিস। ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি উন্নত দেশে দিনের আলো বা ডেলাইট ব্যবহার মানে উন্নত মানসিকতার প্রকাশ।

ঐসব দেশে দেখেছি, বাথরুমে প্রবেশ করলে বাতি জ্বলে, আর বের হওয়ার সাথে সাথে নিভে যায়। আর আমাদের এখানে দিনের বেলায় মোটা পর্দা দিয়ে জানালা ঢেকে দিয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ বাতি জালানো বিলাসিতা দেখিয়ে সবাই আরাম পায়। অনেক পরিবারে কাজ শেষে বাথরুমের বাতি নিভানোটা ফকিন্নি মানসিকতা মনে করে। শীতের দেশের গা গরম রাখার পোশাক চরম গরমে গায়ে চাপিয়ে উচ্চহারে বিদ্যুৎ নির্ভর এসি আর গাড়িতে হাই এসি চালানো, এটা একটা উৎকট মানসিকতা। মনে আছে, কয়েক বছর আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছিলেন, গরমের সময়, সামারে বা গ্রীষ্মকালে স্যুট টাই ব্যবহার না করতে, হাফহাতা জামা বা শার্ট গায়ে অফিস করতে। এসি বা শীততাপ যন্ত্র ব্যবহার সিমীত করতে। এ বিষয়ে দফতরাদেশ হয়েছিল। এটাও বলা হয়েছিল ব্যাংক, বীমা, সরকারি বেসরকারি দফতরে কম বা ৫০% বাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে। আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে দেখছি ইউরোপের শীতের দেশের কয়েকজন কাজ করেন, তারা দেখি সামারে হাফ হাতা শার্ট গায়ে চাপিয়ে দিব্যি অফিস করছেন নিয়মিত। দফতর ত্যাগ করার সময় নিজ হাতে বাতি নিভিয়ে যান। তাদের কি বিদ্যুৎ বিল দেয়ার সামর্থ নাই? আসলে এটা পরিমিতিবোধ, অপচয় বিরোধী এবং মিতব্যয়িতার একটা উন্নত মানসিকতা।

ইউক্রেন যুদ্ধ আর নিষেধাজ্ঞা বা Sanction এর দ্বিমুখী চাপে লোডশেডিং এখন বিশ্ব বাস্তবতা। এশিয়ার প্রতিবেশী ভারত, নেপাল, পাকিস্তান তো আছেই, ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার মত বড় অর্থনীতির দেশও এই লোডশেডিং তালিকায় আছে। আমেরিকার CNN খবর দেখলাম, সেখানকার ধনী রাজ্য California-তে লোডশেডিং দেয়া হয়েছে। আমার টাকা আছে, আমি বেশি পানি বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে কার কি অসুবিধা, এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে পরিমিতি বোধ চালু করতে দরকার সরকারি বেসরকারি সমন্বিত পদক্ষেপ। বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্বাশ্রয়ী নীতি/পদক্ষেপ গ্রহণ করে উন্নত হোক আমাদের সকলের মানসিকতা।

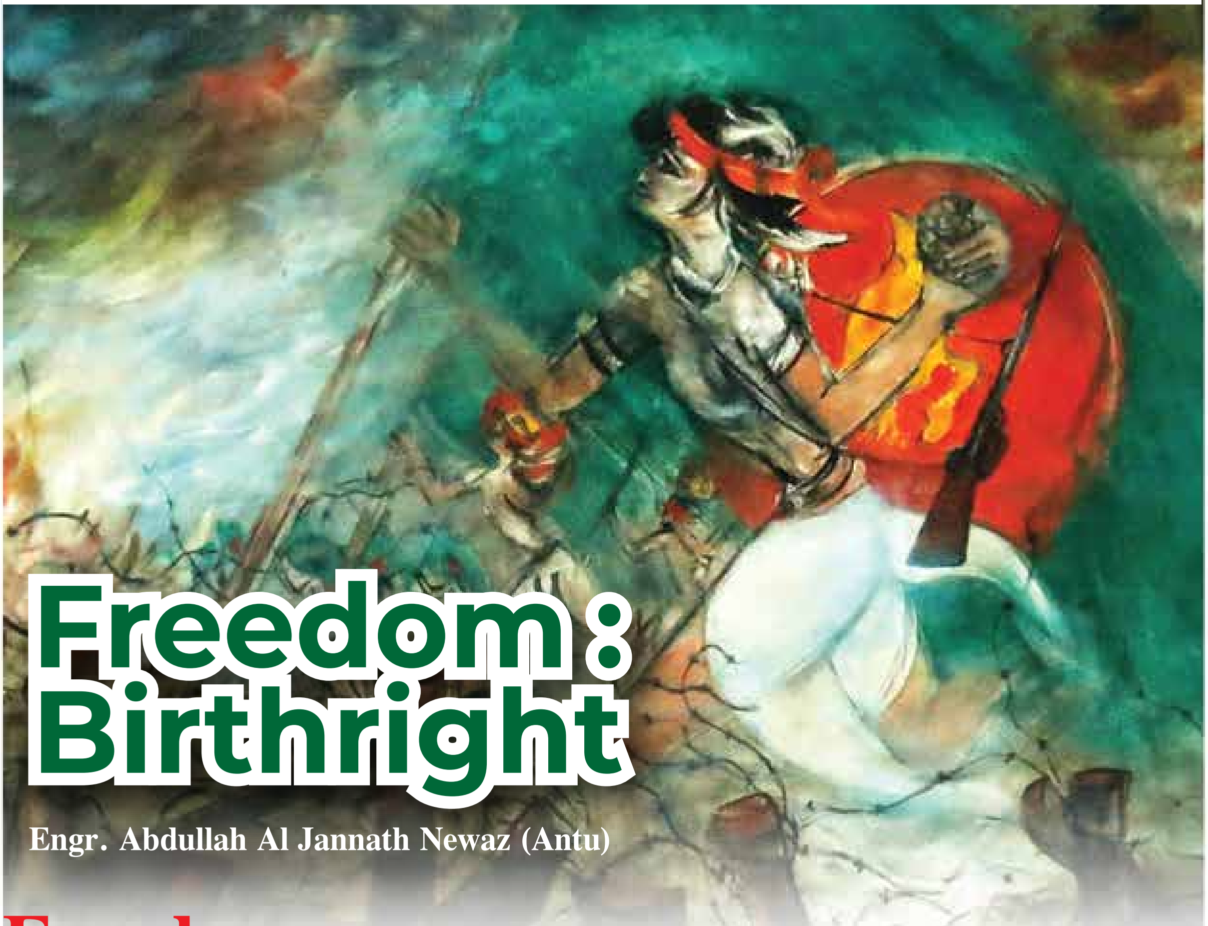

Freedom : Birthright

Engr. Abdullah Al Jannath Newaz (Antu)

Freedom is a birthright to man. Freedom is something that everybody has heard of but if it is asked for its meaning then everyone will give different meaning. This is so because everyone has a different opinion about freedom. Freedom truly means giving equal opportunity to everyone for liberty and pursuit of happiness. It is a part and parcel of a nation's prosperity and development. It is a vital part of a country's flourishing and improvement. Freedom is not a natural gift but it is to be achieved. It is to be gained in exchange of struggle, bloodshed, and life. Bangladesh occupied a place in the world map as an independent country. Many sons of this country contributed lot for the achievement of the Victory. Every war has results which affect millions of people. Freedom has a great importance in our national life. We have earned name and fame. Now we are the citizens of a free country. We are enjoying equal rights. We do everything freely. We are living in respect. We don't need to bow down our head before any force. The whole world knows our country now. Freedom is a great inspiration. It encourages us to go ahead. Bangladesh is our pride, our dreams, our life-blood and our Freedom is our greatest achievement as a nation. We have got a flag, a country and an identity. Freedom does not mean that you violate others right; it does not mean that you disregard other rights. Moreover, freedom means enchanting the beauty of nature and the environment around us. This is the tale of my father Md. Nazmul Newaz, who contributed lot for the independence of our country. When the independence war was running his main function is to send people to India from Bangladesh. He sends lot of people to India for the training of independence war from Bangladesh. Besides sending people he also helps our freedom fighter in different ways. For our loving motherland the contribution of my father cannot be forgettable. Our contribution to moving the country forward is very important. We need to be mindful of how our actions and inactions affect other people's wellbeing. Let us be mindful of everything we can do for our nation to make it a place of wealth, peace, and happiness. Freedom is something that money can't buy; it's the result of the struggles of many Brave hearts. Let us honor them today and always. The biggest fight for the people of a nation is the fight for independence. Salute to the brave army and people of Bangladesh. ■

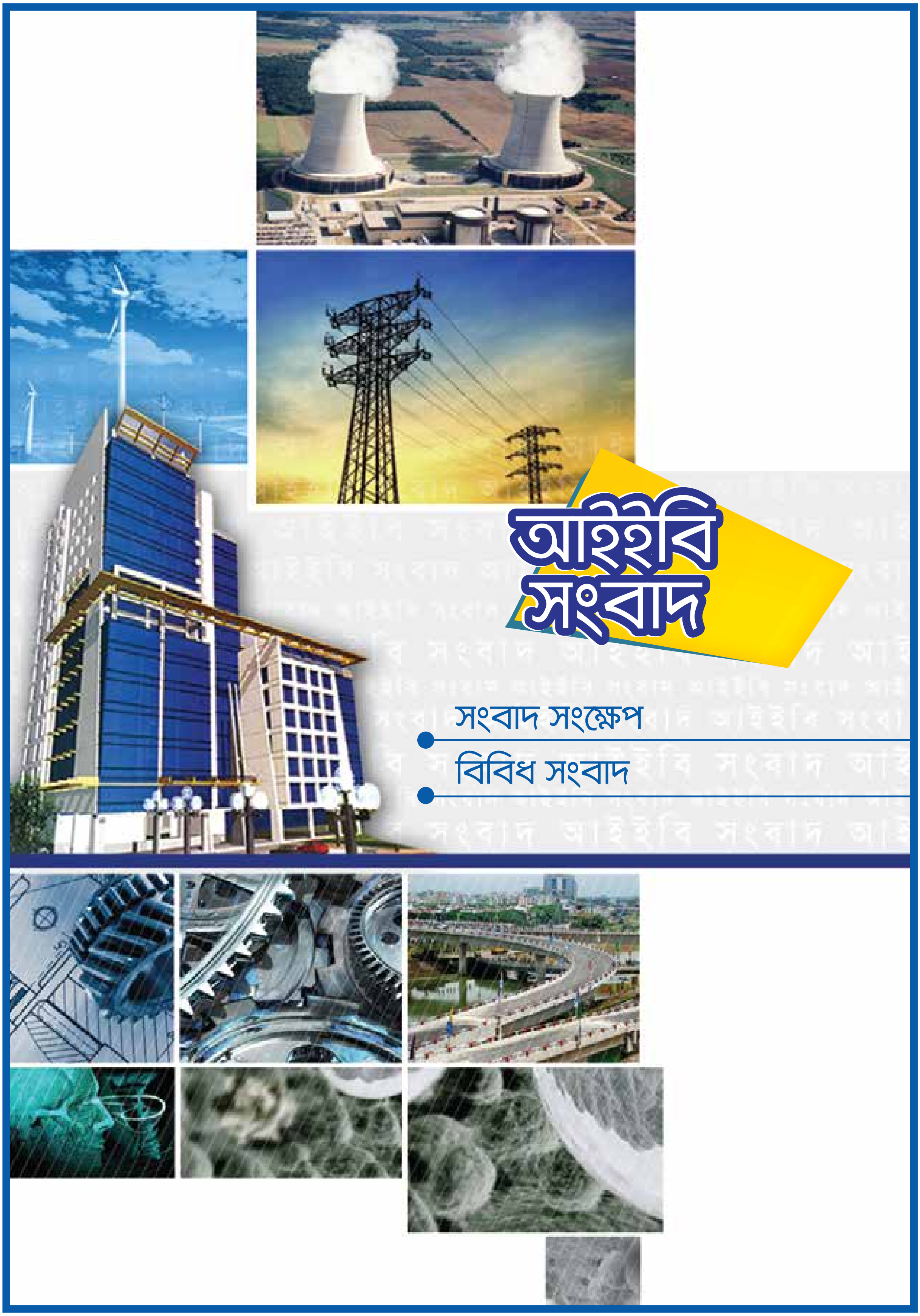
আইইবি সংবাদ
সংবাদ সংক্ষেপ
বিবিধ সংবাদ

আইইবি সদর দফতর সংবাদ

দোয়া ও ইফতার আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর উদ্যোগে ১৬ এপ্রিল, ২০২২খ্রি., শনিবার, বিকাল ৫.৩০ মিনিটে আইইবি মিলনায়তনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, সভাপতি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং প্রাক্তন মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের উন্নয়নে যে সকল প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে সে সকল প্রকল্প সাফল্যমন্ডিত করেছেন আমাদের প্রকৌশলীরা। অনেকে বলেন বাংলাদেশ শ্রীলংকায় পরিণত হবে। আমি বলছি যতদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতে দেশ থাকবে ততদিন দেশ পথ হারাবে না। তিনি প্রকৌশলী সমাজের কাছে আশা করেন দেশকে আরো উন্নত আধুনিক করতে বদ্ধ পরিকর থাকার।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি, ইঞ্জিনিয়ার মো. মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পিইঞ্জ., এমপি, মাননীয় সদস্য, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী এ. কে. এম. ফজলুল হক, এমপি, মাননীয় সদস্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট আইইবি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠানে আইইবি নেতৃবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ

আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসিসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া করা হয় এবং অভ্যাগত প্রায় ১০০০ জন প্রকৌশলী ও অতিথিবৃন্দ ইফতারে অংশগ্রহণ করেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (৭ মে 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে') উপলক্ষে ০৬ মে, ২০২২ খ্রি. শুক্রবার সকাল ১১:০০ টায় আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. সহ আইইবি'র নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে দেশের প্রকৌশলী সহ সকল পেশাজীবীদের আইইবি'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানানো হয়। দেশের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের অভিষ্ঠ লক্ষ্যার্জন এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উক্ত সংবাদ সম্মেলনে আইইবি'র পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবী-দাওয়া সমূহ উপস্থাপন করা হয়।

১. ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩ মূলে জারীকৃত আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। উক্ত আদেশ অনতিবিলম্বে বাতিল করা না হলে আইইবি দেশের প্রকৌশলীদের সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

২. Warrant of Precedence, ১৯৮৬ (Revised up to July, 2020)-এ প্রকৌশলীদের অবস্থানসমূহ সংশোধন এবং সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে আইইবি'র প্রস্তাবনা কার্যকর করার দাবী জানানো হয়।

৩. প্রকৌশল সংস্থাসমূহের শীর্ষপদগুলোতে প্রকৌশলী পদায়ন করার দাবী জানানো হয়।

৪. প্রকৌশলীদের পদোন্নতি/পদায়ন নিশ্চিত করার দাবী জানানো হয়।

৫. নিয়ম বহির্ভূত আত্মীকরণ বন্ধ করার দাবী জানানো হয়।

৬. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদকে গ্রেড-২ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদকে গ্রেড-৩ এ উন্নীতকরণ এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ৩ বছর চাকুরীর শর্ত প্রবর্তন করার দাবী জানানো হয়।

৭. পলিটেকনিক শিক্ষকদের বর্তমান চাকুরী কাঠামো পরিবর্তন করার দাবী জানানো হয়।

৮. বিসিএস বিভিন্ন প্রকৌশল ভিত্তিক ক্যাডার (ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডার) ব্যবস্থার প্রবর্তন করার দাবী জানানো হয়।

৯. প্রকৌশল বিষয়ক যোগ্যতার যথাযথ যাচাই-বাছাই করে প্রকৌশল ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়ের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় প্রকৌশল ক্যাডার সার্ভিস বিভাগ খোলার দাবী জানানো হয়।

৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে আইইবি নেতৃবৃন্দ

১০. প্রকৌশল ক্যাডার সার্ভিসে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকৌশল প্রশাসন বিভাগ সৃষ্টি করার দাবী জানানো হয়।

১১. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ক্যাডারভুক্ত করার দাবী জানানো হয়।

১২. পূর্বতন বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডারকে টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি ক্যাডারে রূপান্তর করার দাবী জানানো হয়।

১৩. বেসরকারি প্রকৌশলীদের জন্য চাকুরী বিধি প্রণয়ন করার দাবী জানানো হয়।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আইইবি'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ৭ মে (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদযাপন করা হয়। আইইবি সদর দফতর, সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র এবং ওভারসীজ চ্যাপ্টারসমূহ ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন করেন। ঐদিন সকাল ১০.০০ টায় আইইবি সদর দফতরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্যে আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা বলেন, যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে, সুনামের সঙ্গে কাজ করে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৌশলী সমাজ'কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদার নেতৃত্বে শপথ বাক্য পাঠে প্রকৌশলীরা সব সময় দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার শপথ করেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও

৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন আইইবি প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা

আন্ত.), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসিসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ। ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে সপ্তাহ ব্যাপী সমগ্র আইইবি প্রাঙ্গন এলইডি বাতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

কৃতি প্রকৌশলীদের আজীবন ও মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর উদ্যোগে ২১ মে ২০২২ খ্রি., রোজ শনিবার, বিকাল ৪.৩০ মিনিটে আইইবি মিলনায়তনে কৃতি প্রকৌশলী ও বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বদানকারী প্রকৌশলীদের আজীবন ও মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, সভাপতি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বলেন, পদ্মাসেতু প্রকল্পকে সফল করতে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসিম। শুধু পদ্মাসেতু প্রকল্প নয় বাংলাদেশের উন্নয়নে যে সকল মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে সে সকল প্রকল্প সফল করার জন্য প্রকৌশলী সমাজ মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ'কে উন্নত আধুনিক করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালি করতে প্রকৌশলী সমাজকে অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার বক্তব্যে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সে সকল প্রকৌশলী নেতৃত্ব দিয়ে আজকের অবস্থানে এনেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'কে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে যারা কাজ করেছেন তাদের কেউ ধন্যবাদ জানান। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর নেতৃত্ব দিতে এই অনুষ্ঠান প্রকৌশলীদের অনুপ্রেরণা দেবে বলে তিনি মনে করেন। বাংলাদেশের মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে প্রকৌশলীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। প্রকল্পসমূহ সফল করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালি করতে প্রকৌশলী সমাজ কাজ করবেন বলে তিনি আশা করেন।

স্বাগত বক্তব্যে, আইইবি সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল প্রকৌশলী নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। আইইবি পেশাজীবীদের একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে উন্নত আধুনিক করতে যে সকল প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের সম্মাননা প্রদান করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কৃতি প্রকৌশলী ও বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বদানকারী প্রকৌশলীদের আজীবন ও মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

কৃতি প্রকৌশলীদের আজীবন ও মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ ও আইইবি নেতৃবৃন্দ

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট আইইবি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী

সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসিসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ।

আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্টবৃন্দ, ভাইস-প্রেসিডেন্টবৃন্দ ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ

প্রকৌশলী এম.এ. জব্বার, এফ-৩০ (মরণোত্তর), প্রকৌশলী এস.এম. আল হোসাইনী, এফ-২৮১, ড. প্রকৌশলী রফিক উদ্দিন আহমদ, এফ-৪৬০ (মরণোত্তর), অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন, এফ-১০১২, জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী, এফ-১০০৫ (মরণোত্তর), অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. শাহজাহান, এফ-১২২৪ (মরণোত্তর), অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. আনোয়ারুল আজীম, এফ-৯৫৭ (মরণোত্তর), অধ্যাপক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, এফ-১১৩৬, ড. প্রকৌশলী এম.এ.কে. আজাদ, পিইঞ্জ., এফ-১২১৩, প্রকৌশলী মো. কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, পিইঞ্জ., এফ-১১৪৩ (মরণোত্তর), অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এস.এম. নজরুল ইসলাম, এফ-১৪৩১, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম জেড বসুনিয়া, পিইঞ্জ., এফ-১৩১৭, প্রকৌশলী মো. কবির আহমেদ ভূঞা, এফ-২৭০০, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, এফ-৬১০০, প্রকৌশলী মো. রুহুল মতিন, এফ-৯৭০ (মরণোত্তর), ড. প্রকৌশলী মো. আবুল কাসেম, এফ-১১১২, প্রকৌশলী সেরাজুল মজিদ মামুন, পিইঞ্জ., এফ-১০৪০ (মরণোত্তর), প্রকৌশলী মো. মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পিইঞ্জ., এফ-১৪৭৪, প্রকৌশলী এস.এম. খাবীরুজ্জামান, পিইঞ্জ., এফ-১৫০৬, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরসেদ, এফ-৩০৩০, প্রকৌশলী মুনির উদ্দিন আহমেদ, এফ-৩২৮২ প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, এফ-২০৯৯, প্রকৌশলী মেসবাহুর রহমান টুটুল, এফ-২৬০০, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মিজানুল হক, এফ-১৩১৮ (মরণোত্তর), প্রকৌশলী মো. ইব্রাহীম মিয়া, এফ-২২২২ (মরণোত্তর), অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী গোলাম মহিউদ্দিন, পিইঞ্জ., এফ-১৫৮০ (মরণোত্তর), প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউম, এফ-৩৯০৯।

ঢাকা কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মো. ওয়ালিউল্লাহ সিকদার, এফ-৪০৩৭, প্রকৌশলী মো. আবুল কাশেম মিয়া, এফ-২৭১৪, ড. প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, এফ-২১৭০, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, এফ-১৩৫২, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী দিল আফরোজা বেগম, এফ-৩৫২২, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশীদ সরকার, এফ-৩২১৩ (মরণোত্তর), অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, এফ-৯৩৩৯, প্রকৌশলী গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর, এফ-৩৭১৩, প্রকৌশলী মু. খিজির খান, এফ-৫৮৯৮ (মরণোত্তর)।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মো. ইব্রাহীম খান, এফ-৭৩৩, প্রকৌশলী এ.এ.এম. জিয়া হোসেন, এফ-৬৭৮, প্রকৌশলী এ.কে.এম. ফজলুল্লাহ, এফ-১৮৪৩, প্রকৌশলী জেড.এস. মো. বখতিয়ার, এফ-১৩৮২ (মরণোত্তর), প্রকৌশলী এম. শাহজাহান, এফ-১৮১৪, প্রকৌশলী এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ., এফ-২১৩২ (মরণোত্তর), প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ., এফ-৩৩৪২, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, এফ-২৯২১।

খুলনা কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মো. লিয়াকত আলী (শরীফ), এফ-২৫৭০ (মরণোত্তর), প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ, পিইঞ্জ., এফ-২৪৮৮।

রাজশাহী কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মো. লুৎফর রহমান, এফ-২৭২৫

সিলেট কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মো. মোজাম্মেল হক, এফ-৪১৩৭, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ, এফ-২০৩৮

ময়মনসিংহ কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মো. রহমত উল্লাহ, এফ-১৬৪৩, প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ, এফ-২৭৯৭ (মরণোত্তর)

রংপুর কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, এফ-১৯১৭

বগুড়া কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী এ.এফ.এম. আব্দুল মতিন, এফ-২২৪০

ঘোড়াশাল কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মোস্তাফিজুর রহমান, এফ-১৮৩৯

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেন, এফ-২৪৯১

গাজীপুর কেন্দ্র ঃ

ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ, এফ-১৮৬৪, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, এফ-৫৪৫৮

রাঙ্গাদিয়া কেন্দ্র ঃ

ড. প্রকৌশলী কবির আহমেদ, এফ-২৬৮৪

যশোর কেন্দ্র ঃ

ড. প্রকৌশলী গনেশ চন্দ্র মজুমদার, এফ-৪৫৯৮

ফরিদপুর কেন্দ্র ঃ

ড. প্রকৌশলী মো. লুৎফর রহমান, পিইঞ্জ., এফ-৪২২০

দিনাজপুর কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, এফ-১৭৮০

কুমিল্লা কেন্দ্র ঃ

প্রকৌশলী আবু তাহের চৌধুরী, এফ-৩৫৯০

মাননীয় সংসদ সদস্যদের নাম ঃ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হাসানুল হক ইনু, এফ-৭৬৯৫, ইঞ্জিনিয়ার মো. মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পিইঞ্জ., এফ-১৪৭৪, ইঞ্জিনিয়ার এ.কে.এম. ফজলুল হক, এফ-২৫৯২, ইঞ্জিনিয়ার মোজাফফর হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মো. কাদের, এফ-৭২৯৯।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিবের সাথে আইইবি'র নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত

ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮/০১/২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে অদ্য ৩০ মে ২০২২খ্রি. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সাথে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা'র নেতৃত্বে আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. কবির আহমেদ ভূঞা, ভাইস-প্রেসিডেন্টদ্বয় প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.-এর ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিবের সাথে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ।

আলোচনায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮/০১/২০২২খ্রি. তারিখের বর্ণিত আদেশ স্থগিত এবং মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি এবং আইইবি'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত ত্রিপাক্ষিক কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিমন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকৌশলীদের পেশাগত মর্যাদা রক্ষা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে আইইবি বদ্ধ পরিকর।

ACECC এর ৪২তম ECM অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী শহর জাকার্তায় Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এর ৪২তম Executive Committee Meeting (ECM) অনুষ্ঠিত হয়। Indonesian Society of Civil and Structural Engineering (HAKI) এর আয়োজনে ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২খ্রি. তারিখে ২দিন ব্যাপী কনফারেন্সটি আয়োজিত হয়। ১৫টি Member Society এর পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য কনফারেন্সটিতে অংশ গ্রহণ করেন। Virtual Platform-এ Zoom System এর মাধ্যমে আয়োজিত সভাটিতে IEB-র পক্ষ থেকে প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আব্দুল মালেক সিকদার, মো. দিদারুল আলম ও প্রফেসর ড. এ.এফ.এম সাইফুল আমীন অংশ গ্রহণ করেন। সভায় জাপান, ফিলিপাইন, মঙ্গোলিয়া, ICE (I), পাকিস্তান, তাইওয়ান, অস্ট্রেলিয়া, মিয়ানমার, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, দ. কোরিয়া, ASCE, ভিয়েতনাম, রাশিয়া ও বাংলাদেশ এর Member Society স্বশরিরে/জুম ক্লাউডের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন।

২৮ মার্চ প্রথম দিনের সূচী বাংলাদেশ সময় সকাল ১০:০০ টায় আরম্ভ হয়। শুরুতে LOC Chair প্রিতথী পাল সিং এর প্রয়ানে সভায় কিছু সময় নীরবতা পালন করেন। তিনি ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে মারা যান। অতঃপর ACECC এর সেক্রেটারী জেনারেল ড. উদয় সিং এবং আয়োজক HAKI এর পক্ষ থেকে একজন সদস্য স্বাগত জানাবার পর ৩১তম Technical Coordinating Committee Meeting (TCCM) আরম্ভ হয়। Agenda অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সে আঙ্গিকে টেকনিক্যাল কমিটিগুলোর (TC-14 to TC-28) activity report উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। এক পর্যায়ে দ. কোরিয়া কর্তৃক "Network Construction & Joint Utilization of Large Experimental Facilities" নামে একটি নতুন TC এর প্রস্তাব করা হলে ৪২তম ECM-এ তা গৃহীত হয়। ১:৪৫ মিনিটে সভা শেষ হয়।

অত:পর আধা ঘন্টা সময়-ব্যাপী Exclusive Finance Committee সদস্য সমন্বয়ে Finance Committee Meeting অনুষ্ঠানের পর ৩৬তম Planning Committee Meeting (PCM)-টি অনুষ্ঠিত হয়। Agenda-র ক্রমানুযায়ী সভার কার্যক্রম চলতে থাকে এবং যে সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হ'ল- ১) Review of the minutes of the 35th PCM, ২) Implementation of ACECC's Strategic

Plan, 3) Potential New Members (Engineering NZ, Lebanon, UAE etc). ইত্যাদি নতুন Member Society হিসাবে New Zealand-কে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ড: উদয় সভাকে অবহিত করেন এবং ৪২তম ECM-এ New Zealand-এর প্রতিনিধি Tania William তাদের প্রস্তাব সম্পর্কে Presentation দিবেন বলে সভাকে জানান। অতঃপর আরও আলোচনার বিষয়গুলো হ'ল- ১) Secretariat Report on ACECC activities, ২) FLF Leaders Forum Activities Update, ৩) ACECC Awards Sub-Committee Update Ges ৪) Plan for the 43rd ECM in Goa, India (September, 2022) ইত্যাদি।

২৯ মার্চ ২য় দিন, HAKI এর President, Prof. Iswandi Imran এর স্বাগত ভাষণের পর বাংলাদেশ সময় সকাল ১০:০০ টায় অদ্যকার সভা আরম্ভ হয়। শুরুতে গত ECM (৪১তম) এর Minutes-টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। উক্ত সভাটি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে Washington DC টিতে ZOOM এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। অত:পর ৪২তম ECM-টি আরম্ভ হয় এবং agenda-wise কর্মসূচী চলার পর দুপুর ১:১০ মিনিটে শেষ হয়। সভায় ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত TCCM এবং PCM এর activity গুলোর বিষয় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনাকালে New Zealand-কে ACECC এর অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফলে New Zealand ১৬তম ACECC সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এখন থেকে ACECC সদস্য হিসাবে ভোট প্রদানের ক্ষমতা পায়।

সভায় পরবর্তী ECM অনুষ্ঠান সর্ম্পকে আলোচনা হয়। সূচী অনুযায়ী ICE (I) ৪৩তম ECM-টি সেপ্টেম্বর ২০, ২০২২ তারিখ host হিসাবে আয়োজন করবে এবং ৪৪তম ECM এর তারিখ last week of April 2023 -এ Jelu-তে S. Korea ঘোষণা করার অঙ্গীকার করে। ECM Chair, Dr. R. M. Varan Gi concluding remarks এর পর সভাটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরিশেষে Dr. Varan সকল উপস্থিতিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সভাটি সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে আয়োজনের জন্য HAKI-কে স্বাগত জানান। তিনি আরও বলেন, HAKI কর্তৃক আয়োজিত successful virtual meeting-টি অন্যান্যদের জন্য ভবিষ্যতে অনুকরনীয় হয়ে থাকবে।

ECM সমাপ্ত হবার পর HAKI কর্তৃক আয়োজিত ২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যথা- ১) ACECC TC-14 Seminar : Nature and Nature-Based Infrastructure Systems to Support the UN SDG in the Asian Region and ২) FLF Seminar: Sustainability in Civil Engineering Practices from Around Asia. প্রতিটি সেমিনারে ৪ জন করে বক্তা তাদের পেপার উপস্থাপন করেন। প্রতিটি পেপার ছিল মূল্যবান ও শিক্ষনীয়। সূচীটি প্রাণবন্ত প্রশ্নত্তোর সেশনের পর বিকাল ৪:৪৫ মিনিটে শেষ হয়।

জুম ক্লাউডে আয়োজন ৪২তম ECM

বিভাগীয় সংবাদ

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ

‘Future of Education in Bangladesh Perspective’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কম্পিউটারকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ০৯ এপ্রিল ২০২২খ্রি. শনিবার দুপুর ২ :০০ টায় আইইবি সদর দফতরের কাউন্সিল হলে “Future of Education in Bangladesh Perspective” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, ডা. দীপু মনি এমপি বলেন, কোনো দেশ'কে উন্নত আধুনিক করতে হলে সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে অন্যথায় সেই দেশকে উন্নত করা যাবে না। বাংলাদেশে আজ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশ্ব আজ প্রযুক্তির উপর নির্ভশীল। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। মানবিক শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি বলেন। একজন শিক্ষার্থী শুধু পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা অর্জন করলেই হবে না, তাকে নৈতিক শিক্ষাও অর্জন করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশ যেমন আধুনিক হবে তেমন মানবিক শিক্ষায় সমাজের অবক্ষয় দূর হবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কারিগরি জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে অনুরোধ করেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি এবং ইঞ্জিনিয়ার

মো. আবদুস সবুর, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি কল্যাণ ধর্মি বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় হারিয়ে ছিলাম, ২১ বছর পর আবার সেই বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ফিরে পেয়েছি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক ও প্রযুক্তি ভিত্তিক করার মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। তিনি আশা করেন, ২০৪১ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ উন্নত আধুনিক বাংলাদেশে পরিণত হবেন।

স্বাগত বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী প্রকৌ. মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০৪১ সালের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রকৌশলী সমাজ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করার জন্য ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদানের আদেশ বাতিলের দাবীতে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. মানববন্ধন করা হয়। মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট, ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদানের আদেশ অতিদ্রুত বাতিলের দাবী করেন । মূল প্রবন্ধ উপস্থপন করেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুনাজ আহমেদ নূর, ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এবং চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। সম্মানিত আলোচবৃন্দ ছিলেন, অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান, ভাইস-চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার এম. হাবিবুর রহমান, ভাইস-চ্যান্সেলর, ডুয়েট। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন, ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় কুমার নাথ সম্পাদক, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ আইইবি। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী খান মোহাম্মদ কায়সার, ভাইস-চেয়ারম্যান কম্পিউটারকৌশল বিভাগ আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌ. মো. তমিজ উদ্দীন আহমেদ, চেয়ারম্যান কম্পিউটারকৌশল বিভাগ আইইবি।

কৃষিকৌশল বিভাগ

‘Nutritional Security in Bangladesh’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কৃষিকৌশল বিভাগ কর্তৃক ০৭ জুন ২০২২খ্রি. মঙ্গলবার বিকাল ৫:০০টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে “Prospects and Role of dried fruits and Vegetables for ensuring Food and Nutritional Security in Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি বক্তব্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মো. জাহিদ আহসান রাসেল এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরে কৃষি সেক্টরকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যার কারণে বাংলাদেশ কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষিতে সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ আজ কৃষি পণ্য দেশের বাহিরে রপ্তানী করছে। কৃষকরা সিজনাল ফল ও শাক সবজি অল্প মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এই ফল ও শাক সবজি সংরক্ষণ করার পদ্ধতি বা গুনাগুন বাজায় রেখে dried করে বাজারজাত করা যায় তাহলে কৃষকরা ভালো মূল্য পাবে বলে তিনি মনে করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট আইইবি বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটির মতো তখন বাংলাদেশ খাদ্যে ঘাটতি ছিলো না । ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের খাদ্য সচিবের মিথ্যা তথ্যের জন্য খাদ্যে ঘাটতি দেখা যায়। তার পরবর্তীতে আর খাদ্য ঘাটতি দেখা যায় নাই। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হাওয়ার জন্য প্রকৌশলীদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি’র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর বলেন, ঐতিহাসিক ০৭ জুনে জননেত্রী শেখ হাসিনা যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার সাথে আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তুর মিলে রয়েছে। রাশিয়া ও ইউক্রেনের

যুদ্ধের জন্য সারা বিশ্বে যখন অর্থনৈতিক মন্দা তৈরী হয়েছে এবং খাদ্য ঘাটতির দিকে যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ কিন্তু যৌক্তিক অবস্থায় আছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কৃষি প্রকৌশলীদের অবদান অপরিসিম। বাংলাদেশ ফল, মাছ, রবি শষ্য ইত্যাদি'র অভাবনীয় সাফল্য অর্জনের জন্য কৃষি প্রকৌশলীদের ধন্যবাদ জানান।

কৃষিকৌশল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি । স্বাগত বক্তব্যে, আইইবি, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. বলেন, বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আত্মনির্ভর দেশে পরিণত করতে বাংলাদেশের কৃষি প্রকৌশলীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। কৃষি ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনের যে বিপ্লব হয়েছে তা বলার অবকাশ নেই।

বাংলাদেশের রবি শষ্য এক সাথে উৎপাদন হওয়ায় সারা বছর পওয়া যায় না। রবি শষ্য ও ফলমুল সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে সারা বছর পুষ্টি পাওয়া যাবে বলে মনে করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার সাজ্জাত হোসেন সরকার, চেয়ারম্যান, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি বিভাগ এবং ডীন, ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. শামসুদ্দীন, ভাইস-চ্যান্সেলর, জর্মান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এবং প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. মোয়াজ্জেম হোসেন ভূএঞা পিইঞ্জ. চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শফিকুল ইসলাম শেখ, ভাইস-চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। সঞ্চালনা করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. মিছবাহুজ্জামান চন্দন, সম্পাদক, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি ।

আইইবি মহিলা কমিটি

৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আইইবি মহিলা কমিটির ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩১ মে ২০২২খ্রি. রোজ মঙ্গলবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতরস্থ অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দেশে নারী জাগরণ হয়েছে। দেশে প্রচুর নারী উদ্যোক্তা হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে নারীরা অনেক অবদান রাখছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেভাবে বাংলাদেশের নারীরা উন্নয়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করছে তা ভারত-পাকিস্তানের জন্য রোল মডেল এবং অনেকাংশে ভারত-পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এবং আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বলেন, ১৯৮৮ সালে মহিলা কমিটি যাত্রা শুরু করে আজ অদ্যবদি সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০২০-২০২২ মেয়াদে মহিলা কমিটির যারাই যুক্ত আছেন তারাই ইতিহাসের অংশ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অনুষ্ঠানে আইইবি মহিলা কমিটির উদ্যোগে ১১ জন নারীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

আইইবি মহিলা কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কেক কাটেন প্রধান অতিথি আসাদুজ্জামান নূর এমপি

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আইইবির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্টবৃন্দ প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী ও প্রকৌশলী মো. রনক আহসানসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ ছাড়াও সম্মাননা গ্রহণকারী প্রকৌশলীদের পক্ষে তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আইইবির মহিলা কমিটির সদস্য-সচিব মাকসুদা আহমেদ চাঁদনী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন ওয়াহিদা হুদা।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আইইবি মহিলা কমিটির উদ্যোগে " ২৯ মার্চ ২০২২খ্রি. রোজ মঙ্গলবার, বিকাল ০৪:৩০ মিনিটে, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতরস্থ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিজয়ী প্রতিযোগী

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি। গেস্ট অব অনার ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. আইইবির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্টবৃন্দ প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী ও প্রকৌশলী মো. রনক আহসান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, আইইবি মহিলা কমিটির সদস্য সচিব মাকসুদা আহমেদ চাঁদনী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন ওয়াহিদা হুদা।

কেন্দ্র/উপকেন্দ্র সংবাদ

ঢাকা কেন্দ্র

দোয়া ও ইফতার আয়োজন

সিয়াম সাধনার পবিত্র রমজান মাসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি., বুধবার, ইআরসি কনফারেন্স কক্ষে সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অনাথ ও এতিম শিশুদের অংশগ্রহণে "দোয়া মাহ্ফিল ও ইফতার" আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা।

দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ

ইফতার অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

আইইবি'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আইইবি সদর দফতরের সাথে একযোগে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৭ মে, ২০২২ খ্রি., শনিবার, সকাল ১০:০০ টায়, আইইবি প্রাঙ্গনে আইইবি'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদযাপন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে শপথ পাঠ, পতাকা উত্তোলন ও র‌্যালীর আয়োজন কর হয়। আইইবি'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়াস ডে উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে-২০২২' উদযাপন উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৭ মে, ২০২২ শনিবার দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকালে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন, শপথ গ্রহণ, বর্ণাঢ্য র‌্যালী, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে দিনটি উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং দুপুরে সংবাদ সম্মেলন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন জাতীয় পতাকা এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস.এম. শহিদুল আলম আইইবি পতাকা উত্তোলন করেন। এই সময় কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. শাহজাহান ও প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ. এস. এম. নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত ও প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে এবং প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক কাজী এয়াকুব সিরাজউদ্দৌলাহসহ কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলীগণ এবং প্রকৌশলী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলন শেষে ব্যান্ড পার্টি, সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি ও বিভিন্ন প্লে-কার্ডসহ বর্ণাঢ্য র‌্যালী বের করা হয়। র‌্যালীটি আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রাঙ্গন থেকে বেরিয়ে কাজীর দেউরী মোড়, আলমাস সিনেমা মোড়, ওয়াসা মোড়, লালখান বাজার মোড় হয়ে কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে ফিরে আসে। দুপুরে সংবাদ সম্মেলন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস. এম. শহিদুল আলম কেন্দ্রের সার্বিক কর্মকান্ড সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের জানান, দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে অভিস্ট লক্ষ্য অর্জন এবং উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। তিনি প্রকৌশলী সমাজের নিম্নলিখিত দাবিসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

(১) ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখের জারীকৃত আদেশ বাতিল করা না হলে আইইবি দেশের প্রকৌশলীদের সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা। (২) প্রকৌশল সংস্থাসমূহের শীর্ষ পদগুলোতে প্রকৌশলী পদায়ন করতে হবে। (৩) পলিটেকনিক্যাল শিক্ষকদের বর্তমান চাকুরী কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে।

৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করছেন ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

প্রবীণ প্রকৌশলীদের সংবর্ধনা প্রদান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৮ জুন ২০২২ খ্রি., শনিবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে আইইবি মিলনায়তনে "প্রবীণ প্রকৌশলীদের সংবর্ধনা" অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

প্রবীণ প্রকৌশলীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ, প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার।

(৪) প্রকৌশল ভিত্তিক ক্যাডার (ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডার) ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। (৫) বেসরকারি প্রকৌশলীদের জন্য চাকুরী বিধি প্রণয়ন করতে হবে। (৬) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ক্যাডারভূক্ত করতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের বর্ণাঢ্য র‍্যালী

(৭) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকৌশল বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. শাহজাহান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন ও প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ এস এম নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, পিইঞ্জ. প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত ও প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে এবং প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক কাজী এয়াকুব সিরাজউদ্দৌলাহ সহ কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন নির্বাহী ও প্রবীন প্রকৌশলীদের সংবর্ধনা এবং ঈদ পুনর্মিলনী উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' উদযাপন উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে (২৮ মে, ২০২২ শনিবার সন্ধ্যায়) কেন্দ্রের মিলনায়তনে প্রাক্তন নির্বাহী ও সিনিয়র প্রকৌশলীদের সংবর্ধনা এবং ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আইইবির প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নুরুল হুদা, আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. কবির আহমেদ ভূঞা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান ও প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ. কে. এম. ফজলুল্লাহ এবং জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের গ্রুপ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রাক্তন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি বলেন, দেশের উন্নয়নে প্রকৌশলীরা হচ্ছেন অন্যতম চালিকা শক্তি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী সময়কালের বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের প্রকৌশলীরাই তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে ধুমঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত সেতু নির্মাণ করে দ্রুত সড়ক ও রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, গণপূর্ত বিভাগ চার থেকে পাঁচ তলা ভবন নির্মাণ করতো। তিনি গণপূর্ত মন্ত্রী থাকাকালে বাংলাদেশী প্রকৌশলীদের মাধ্যমে দশ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। ফলে, এখন দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের বাসস্থানের সমস্যা পুরোপুরি দূরীভূত হয়েছে। তিনি সংবর্ধিত অতিথিদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ অতিথি আইইবির প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নুরুল হুদা বলেন, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংরক্ষণে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি জানান, কক্সবাজারে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উপ-কেন্দ্রের দশ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, কক্সবাজারে প্রকৌশলীদের গবেষণা, সেমিনার আয়োজন ও থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিশেষ অতিথি জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের গ্রুপ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আগে বিদেশ থেকে প্রকৌশলী এনে তাদের প্রতিষ্ঠান চালানো হতো। এখন দেশের প্রকৌশলীরা দক্ষতা অর্জন করায় তাঁর প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ প্রকৌশলীই বাংলাদেশের। তিনি বলেন, দেশের প্রকৌশলীরা দক্ষভাবে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তিনি প্রকৌশলীদের বিশ্বের সর্বাধুনিক কোয়ান্টাম ইলেকট্রিক আর্কফার্নেস উইনলিংক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ জিপিএইচ ইস্পাতের প্ল্যান্ট পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, প্রাক্তন নির্বাহী কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র। তিনি প্রাক্তন নির্বাহী ও সিনিয়র প্রকৌশলীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কাউন্সিল সদস্যরা কেন্দ্রের উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ায় তিনি তাঁদের প্রতিও অভিনন্দন জানান। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যাপক সহযোগিতা প্রদান করায় জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের গ্রুপ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলমাস শিমুল এর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, জিপিএইচ

ইস্পাত কর্তৃপক্ষ, বিশুদ্ধ ও গুণগতভাবে উন্নত কোয়ান্টাম প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্ল্যান্ট স্থাপন করে বর্তমান সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে। অনুষ্ঠানে আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. কবির আহমেদ ভূঞা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান ও প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ. কে. এম. ফজলুল্লাহ, প্রাক্তন নির্বাহীদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের ছয়জন প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম শাহজাহান, প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী ও অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম বক্তব্য রাখেন। এছাড়া কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু স্বাগত বক্তব্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত সংবর্ধনা ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের গ্রুপ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলমাস শিমুল কে ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বর্তমান নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাক্তন নির্বাহী কর্মকর্তাদের ও সিনিয়র প্রকৌশলীদের উত্তরীয় পরিধান এবং ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। একই সাথে কাউন্সিল সদস্য ও ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টারের নির্বাহী সদস্যদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে জিপিএইচ ইস্পাত এর পক্ষ থেকে প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন জিপিএইচ ইস্পাত এর আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে কারিগরী সেশন পরিচালনা করেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনন্য বড়ুয়া ও তার দল নৃত্য, অসীম কুমার শীল জাদু ও অতিথি শিল্পী নিশীতা বড়ুয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সব শেষে রাফল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র চত্বর রঙ্গীন পতাকা ও বর্ণাঢ্য ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়। আইইবি ভবন ও মিলনায়তন ছিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত। অনুষ্ঠানে এক হাজারের বেশী অতিথি, প্রকৌশলী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এএমআইই কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সমমান এএমআইই কোর্সের ৮৩তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৮ জুন, ২০২২ শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ অনলাইনে প্রধান অতিথি এবং চট্টগ্রাম বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিতরণ (দক্ষিণাঞ্চল) এর প্রধান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কোর্স উদ্বোধন করে প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ জুম ক্লাউডে সংযুক্ত হয়ে বলেন, এএমআইই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানের মর্যাদাশীল একটি পেশাদারী ডিগ্রী। এই ডিগ্রী অর্জন করে প্রকৌশলীদের অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি উন্নত দেশ বিনির্মাণে যোগ্য প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষ্যে এই ডিগ্রী অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথি'র বক্তৃতায় প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম বলেন, বুয়েট কর্তৃক প্রশ্ন প্রণয়ন ও খাতা মূল্যায়ন এবং চুয়েটের মাধ্যমে এএমআইই'র সকল পরীক্ষা গ্রহণ করায় দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই ডিগ্রী অত্যন্ত মানসম্পন্ন। তিনি বলেন, স্বপ্ন ও লক্ষ্য স্থীর করে সাহসিক ও আন্তরিকতার সাথে লেখা-পড়া করলে সহজে এই ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব। এএমআইই ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ও বহিঃবিশ্বে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগসহ আইইবির সদস্য পদ গ্রহণের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ পাওয়া যায়। অনেকেই মূল্যবান এই ডিগ্রী অর্জন করে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি সক্রিয়ভাবে

এএমআইই পরিচালনার জন্য কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া তিনি কেন্দ্রের বিশাল সমৃদ্ধশীল লাইব্রেরী ও অভিজ্ঞ, দক্ষ এবং পেশাদার রিসোর্স পার্সনদের সান্নিধ্যে এই ডিগ্রী অর্জন অত্যন্ত সহজ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিচালিত এএমআইই ৮৩তম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, জীবনে সফলতার জন্য দক্ষতার পাশাপাশি মূল্যবান এএমআইই সনদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। স্বপ্ন, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত লেখা-পড়া করলে এই ডিগ্রী অর্জন কঠিন নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি এই ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমে প্রকৌশল পেশায় অনন্য ভূমিকা রেখে দেশ বিনির্মাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছাত্রবস্থায় মাত্র চারবছর কষ্ট করে কঠোর অধ্যবসায় করে পাশ করলে বাকী জীবনে এর সুফল ভোগ করা যায়। আমরা মানুষ, আমরা পারি, এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসীম সাহসিকতায় নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব করেছেন লক্ষ্য অর্জনে আমাদের দৃঢ়তা থাকলে তেমিন এই ডিগ্রী অর্জন কঠিন হবে না। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাস করতে কেন্দ্র হতে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে, এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী তৌহিদুল আনোয়ার, প্রকৌশলী এস এম শামসুদ্দিন খালেদ বক্তব্য রাখেন। রিসোর্স পার্সনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু কাওসার, ও প্রকৌশলী সুব্রত দাশ। শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সাফাত হাবিব ও মো. ফরহাদ উজ্জামান। সভার শুরুতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে কাউন্সিল সদস্য ও প্রকৌশলীবৃন্দ, রিসোর্স পার্সন এবং ৮৩তম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য অত্যন্ত স্বল্প খরচে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী এবং এইচ এস সি (বিজ্ঞান) পাশ ও প্রকৌশলী সংস্থায় কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক ডিগ্রীর সমমানের এএমআইই ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পায়। চুয়েট ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠিত রিসোর্স পার্সন দ্বারা পাঠদান করা হয়।

ইফতার মাহফিল আয়োজন

রমজান মানুষকে সংযমী হওয়া এবং আত্ম শুদ্ধির শিক্ষা দেয় রমজানের রোযার মধ্য দিয়ে মানুষ অর্জন করতে পারে তাকওয়া, ত্যাগ, সংযম এবং আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর (২৩ এপ্রিল, ২০২২) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। প্রধান অতিথি বলেন, সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষকে সৎ ও যোগ্য হিসেবে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তিনি বলেন, রমজানের শিক্ষা নিয়ে মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের চালিত করলে সমাজ থেকে দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচারসহ সকল মন্দ কাজের অবসান ঘটবে। প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর রমজানের শিক্ষাকে গ্রহণ করে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইইবির ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ও খুলনা ওয়াসার চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, আইইবির ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এডমিন. এন্ড ফাইন্যান্স) প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি প্রকৌশলী শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক জনাব আমিনুল ইসলাম আমিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, এভার কেয়ার হসপিটালের সিইও সামির সিংহ ও মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ সোহাইল উদ্দিন জেহাদী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এভার কেয়ার হসপিটালের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ডা. শেখ মোহাম্মদ হাছান মামুন, ডা. সানজিদা কবির, ডা. মোহাম্মদ ফয়েজুর রহমান, ডা. জিন্নাত ফাতেমা সায়রা সাফা, ডা. মোহাম্মদ ফয়সাল আজিজ ও ডা. সুমাইয়া খালেদ স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে এভার কেয়ার হসপিটালের সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে মিলাদ মাহফিল ও রমজানের তাৎপর্য

তুলে ধরা হয় এবং দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া মুনাজাত করা হয়। ইফতার মাহফিলে আইইবি সদর দফতরের সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, প্রকৌশলী মো. আবুর কালাম হাজারী ও প্রকৌশলী প্রতিক কুমার ঘোষ, চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকগণ, কেন্দ্রের প্রাক্তন নির্বাহীবৃন্দ ও কাউন্সিল সদস্যগণসহ প্রায় দেড় হাজার প্রকৌশলী তাদের পরিবারসহ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর।

ফল উৎসব ও পদ্মা সেতুর উপর ডিজিটাল প্রদর্শনী

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩০ জুন, ২০২২ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে মৌসুমী ফল উৎসব, পদ্মা সেতুর উপর ডিজিটাল প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অহংকার। বাংলাদেশের একজন শেখ হাসিনা আছেন বলেই পদ্মা সেতু আজ বাস্তব। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তায় এই সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সারাদেশের শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থারই উন্নতি হয়নি বরং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দারুণ শুভ প্রভাব ফেলবে। তিনি বলেন, এর ফলে দেশের জিডিপি প্রায় দুই শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। মেয়র বলেন, পদ্মা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী প্রকৌশলীদেরও অনন্য ভূমিকা রয়েছে। মেয়র আরো বলেন, বাংলাদেশ নানা ধরণের ফলে সমৃদ্ধ কিন্তু আমরা অনেকেই দেশীয় ফলের গুণাগুন সম্পর্কে অবহিত নই। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র মৌসুমী ফল প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশীয় ফলের প্রসার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জনগণের লালিত স্বপ্নের দুয়ার উন্মোচন করেছে। তিনি বলেন, প্রকৌশলীরা স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে গর্বিত অংশীদার। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে দেশি-বিদেশি সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা। তিনি বলেন, আমরা বিদেশী ফলমুলের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট কিন্তু বাংলাদেশী ফলগুলো অধিকতর পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র দেশীয় ফলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এই মৌসুমী ফলের আয়োজন করেছে। এতে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে এলইডি স্ক্রীনে পদ্মা সেতুর উপর বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক ও কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন। সবশেষে সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী অসিত বরণ দের পরিচালনায় কেন্দ্রের প্রকৌশলী ও প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

খুলনা কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), খুলনা কেন্দ্রের পক্ষ হতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আইইবি'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে)-২০২২ পালন করা হয়েছে। ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ মে ২০২২ খ্রি. সকাল ৯:০০ ঘটিকায় সোনাডাঙ্গাস্থ আইইবি খুলনা কেন্দ্রের নির্মানাধীন ভবন প্রাঙ্গনে

প্রকৌশলীদের সমাবেশ, জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সাথে সাথে চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ্ ,পিইঞ্জ. জাতীয় পতাকা, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান মিয়া আইইবি সদর দপ্তরের পতাকা এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ খুলনা কেন্দ্রের পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোল শেষে চেয়ারম্যান মহোদয় শপথ বাক্য পাঠ করান। উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে এর শপথ বাক্য পাঠ করান অত্র কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ্, পিইঞ্জ. এবং অনুষ্ঠানটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান মিয়া ও কাউন্সিল সদস্যবৃন্দসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলী উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে সফল ও স্বার্থক করে তোলেন। শপথ অনুষ্ঠান শেষে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালী শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আইইবি চত্বরে এসে শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে ধন্যবাদ ও সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রাজশাহী কেন্দ্র

৭৪তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন

প্রকৌশলীদের প্রাণ প্রিয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ মে ২০২২ খ্রি. "ইঞ্জিনিয়ার্স ডে" উদযাপনের জন্য কেন্দ্র চত্বরে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. আবুল বাসার, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. আব্দুল আলীম, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. নিজামুল হক সরকার, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, রাজশাহী থেকে সভাপতি প্রকৌশলী মো. লুৎফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আসিক রহমান, প্রকৌ. মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. এন.এইচ.এম. কামরুজ্জামান সরকার, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. নিরেন্দ্রনাথ মুস্তাফি, প্রকৌ. মো. ফিরোজ হোসেন, প্রকৌ. মো. তারেক মোশাররফ, প্রকৌ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. নজরুল ইসলাম মন্ডল, প্রকৌ. মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রকৌ. মো. নাজমুল হুদা, প্রকৌ. সৈকত দাশ, প্রকৌ. শোয়াইব মুহাম্মদ শাইখ, প্রকৌ. মো. শাহীনুল ইসলাম, প্রকৌ. মো. আজিজুর রহমান সহ শতাধিক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। এই দিন সকালে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান জাতীয় পতাকা ও সম্মানী সম্পাদক আইইবি পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর সবাই সামনের দিকে হাত উচিঁয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঙ্গে কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে 'উন্নত জগৎ গঠন করুন' বাণী সম্বলিত শপথ বাক্য পাঠ করেন। পরবর্তীতে কেন্দ্র হতে একটি র‌্যালী গ্রেটার রোড দিয়ে কেন্দ্রের চত্বরে এসে শেষ হয়।

যশোর কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন

৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যশোর কেন্দ্রে ৭ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের আজকের এই দিনে ঢাকার রমনার সবুজ চত্বরে মাত্র কয় একজন ইঞ্জিনিয়ার মিলে আইইবি গঠন করেন। আজকে আইইবির নিবন্ধিত ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা প্রায় ৭২ হাজারের মতো। সদর দফতর ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় ১৮টি সেন্টার ৩২টি সাব-সেন্টার ৭টি ডিভিশন এবং ১১টি অভারসীজ চ্যাপ্টার আছে। আইইবির মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাগত সমস্যা, পেশাগত সমস্যার উন্নয়ন ইত্যাদি, নানা কার্যক্রম করা হয়। আইইবির সদস্য হতে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ এবং বয়স ২৭ বছর হতে হবে এবং ফেলো হতে গেলে বয়স ৩৭ বছর হতে হবে। সারা বাংলাদেশে একই সময়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

পতাকা উত্তোলন করছেন যশোর কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

আইইবি যশোর কেন্দ্রের নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে এর পরিধি নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর পর্যন্ত। আইইবি যশোর কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কার্যক্রম ৯.১৫ মিনিটে শুরু করে ৯.৪০ মিনিট পর্যন্ত পরিচালিত হয়। যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, আইইবি যশোর কেন্দ্র এর সভাপতিত্বে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জাতীয় পতাকা এবং আইইবি পতাকা উত্তোলন, ইঞ্জিনিয়ারদের শপথ গ্রহণ ও ইঞ্জিনিয়ারদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‌্যালী করা হয়। এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- ইঞ্জিনিয়ার মো. শহীদুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার মো. বেঞ্জুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মো. এজাজ মোর্শেদ, ইঞ্জিনিয়ার জি এম মাহমুদ প্রধান, ইঞ্জিনিয়ার মো. শহিদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মো. ইখতিয়ার উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার এ. কে. এম. আনিছুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. নূরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মো. ওয়ালিয়ার রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মো. রবিউল আলম, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম আজাদ, ইঞ্জিনিয়ার মো. হাফিজুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মো.

আরিফুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মানিক লাল দাস, ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল গফুর, ইঞ্জিনিয়ার মো. মোজাম্মেল হক, ইঞ্জিনিয়ার আলবাট সুবীর মন্ডল, ইঞ্জিনিয়ার মো. শামসুজোহা কিরণ, ইঞ্জিনিয়ার শাহাদত হোসেন সাব্বির, ইঞ্জিনিয়ার কাজী আব্দুল আজিজ, ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহিদ পারভেজ, ইঞ্জিনিয়ার খালিদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল রশিদ, ইঞ্জিনিয়ার মো. সোহেল রানা, ইঞ্জিনিয়ার মো. তাওহিদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার কামরুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার ফারজানা রহমান প্রমুখ।

দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠান

২৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রি., শনিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, আইইবি যশোর কেন্দ্র এর সভাপতিত্বে এক দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নিম্নোক্ত প্রকৌশলীবৃন্দ, সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও প্রিন্টমিডিয়ার ব্যক্তিত্ব উপস্থিত আছেন।

দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ইঞ্জিনিয়ার মো. শহীদুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার মো. বেঞ্জুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মো. এজাজ মোর্শেদ, ইঞ্জিনিয়ার জি. এম. মাহমুদ প্রধান, ইঞ্জিনিয়ার মো. শহিদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মো. ইখতিয়ার উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার এ. কে. এম. আনিছুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. নূরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মো. ওয়ালিয়ার রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মো. রবিউল আলম, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম আজাদ, ইঞ্জিনিয়ার মো. হাফিজুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মো. আরিফুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মানিক লাল দাস, ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল গফুর, ইঞ্জিনিয়ার মো. মোজাম্মেল হক, ইঞ্জিনিয়ার আলবাট সুবীর মন্ডল, ইঞ্জিনিয়ার মো. শামসুজোহা কিরণ, ইঞ্জিনিয়ার শাহাদত হোসেন সাব্বির, ইঞ্জিনিয়ার কাজী আব্দুল আজিজ, ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহিদ পারভেজ, ইঞ্জিনিয়ার খালিদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল রশিদ, ইঞ্জিনিয়ার মো. সোহেল রানা, ইঞ্জিনিয়ার মো. তাওহিদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার কামরুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার ফারজানা রহমান, ডা. তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, প্রকৃচি, যশোর শাখা, কৃষিবিদ এস. এম. একরামুল হক, সদস্য প্রকৃচি, ইঞ্জিনিয়ার রবিউল ইসলাম, সম্পাদক, আইইবি, কুষ্টিয়া উপকেন্দ্র, সাংবাদিক রোকুনুজ্জামান, দৈনিক সংবাদ, সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম, দৈনিক প্রথম আলো, সাংবাদিক মিলন, দৈনিক যায়যায় দিন, সাংবাদিক বণিক বার্তা, দৈনিক কল্যাণ, আলহাজ মাওলানা মো. আশরাফ আলী, সড়ক ও জনপথ সার্কেল মজিদের ইমাম, হাফেজ মুক্তার আলী প্রমূখ।

রংপুর কেন্দ্র

বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৩ মে, ২০২২খ্রি. শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরীর অদূরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর এ বেলা ১১টায় শুরু হয়ে দিন ব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন পেশা ও সমাজকল্যাণ) প্রকৌশলী মো. আব্দুল গোফফার। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও এলজিইডি, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রেজাউল হক। সভায় ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা। আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যানও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর এর প্রধান প্রকৌশলী মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ।

কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (পশ্চিমরিজিয়ন) বাপাউবো, ঢাকা ও আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, আইইবি, দিনাজপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম খান, রংপুর জেলার পুলিশ সুপার ফেরদৌস আলী চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী মো. আমিনুল হক'র সঞ্চালনায় ও প্রকৌশলী জয়া সান্যাল পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন পিডিবি, রংপুর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শংকর কুমার দেব, বিসিআইসি অবসর প্রাপ্ত প্রকৌশলী মো. মোসাব্বিরুল হক, এলজিইডি, রংপুরের সহকারী প্রকৌশলী মো. আবুল খায়ের, মো. আব্দুল হালিম

প্রমুখ। রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরের প্রায় চারশত প্রকৌশলী ও প্রকৌশলী পরিবারসহ এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে জুম্মার নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজ, বিকালে খেলাধুলা, র‍্যাফেল-ড্র এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনি বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রকৌশলী মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহ পাকের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন

আইইবি'র ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ("ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) ২০২২" উপলক্ষে কর্মসূচি পালন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের আয়োজনে ০৭ মে ২০২২ খ্রি. শনিবার সকাল ১০.০০ টায় আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার মাধ্যমে দিনটির কার্যক্রম শুরু হয়। সকাল ১১.০০ টায় অত্র কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা'র সভাপতিত্বে আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে র‍্যালী, শপথ পাঠ, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও এলজিইডি, রংপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রেজাউল হকসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ। আরো উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম মন্ডল, আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন) প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, সড়ক ও জনপথ বিভাগর রংপুরে নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ মাহবুব আলম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. ফারুক হোসেন, এলজিইডি রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু জাফর মো. তৌফিক হাসান, পিইঞ্জ., সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মো. বাদশা আলমগীর, উপজেলা প্রকৌশলী এস. এম নুর-ই-আলম, সহকারী প্রকৌশলী জয়া সান্যাল, সহকারী প্রকৌশলী মো. নাফিউর রহমান, গণপূর্ত জোন রংপুরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আব্দুল গোফফার, নির্বাহ প্রকৌশলী মো. আরিফুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. আরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খুসি মোহন, প্রকৌশলী মো. আবু তাহের , নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব, প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. গোলাম জাকারিয়া, বিএডিসি, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, বিএমডিএ, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হারুন-অর-রশীদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী পংকজ কুমার সাহা, আরপিআই এর ইনস্ট্রাক্টর, প্রকৌশলী ইউসুফ আলী, প্রকৌশলী মো. নাজমুল আলম, এবং প্রকৌশলী মো. নাজমুল হক, প্রকৌশলী মো. হাসান-উজ-জামান, প্রকৌশলী মো. সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখসহ আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে রংপুর কেন্দ্রের উৎসব র‍্যালী

গাজীপুর কেন্দ্র

সেমিনার অনুষ্ঠিত

১৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রি., সোমবার, বিকাল ৫.০০ টায় আইইবি গাজীপুর কেন্দ্রে ইফতার মাহফিল ও 'The Prospects and promises of single molecule bioanalysis' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিল ও সেমিনার অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

উক্ত ইফতার মাহফিল ও সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, উপাচার্য (ডুয়েট), গাজীপুর। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবদুর রশিদ প্রো-ভিসি, ডুয়েট, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল মেম্বার গাজীপুর কেন্দ্র, প্রকৌশলী রথীন পল্লব চক্রবর্তী ভাইস-চেয়ারম্যান আইইবি গাজীপুর কেন্দ্র, প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ড. প্রকৌশলী মো. মাহমুদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক EEE বিভাগ, ডুয়েট। অনুষ্ঠান টি সার্বিক ভাবে পরিচালনা করেন প্রকৌশলী প্রণব কুমার সাহা, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্র।

সিলেট কেন্দ্র

বন্যায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সিলেট কেন্দ্রের উদ্যোগে সিলেট সাম্প্রতিক কালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে ২৫ জুন ২০২২খ্রি., শনিবার, শুকনো খাবার ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সিলেটে কেন্দ্র কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

সিলেট কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী জয়নাল ইসলাম চৌধুরী, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. জহির বিন আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান ও (পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. হারুনুর রশীদ মোল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস কাদের উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটে কেন্দ্র কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

কক্সবাজার উপকেন্দ্র

আলোচনা ও ইফতার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল ২০২২খ্রি., মঙ্গলবার পবিত্র রমজান উপলক্ষে এক আলোচনা ও ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. বদিউল আলম।

কক্সবাজার উপ-কেন্দ্র আয়োজিত আলোচনা ও ইফতার মাহফিলে মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ

সভা পরিচালনা করেন উপ-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক (গণপূর্ত বিভাগ, নির্বাহী প্রকৌশলী) মো. শাহাজাহান। সভাপতি উপস্থিত প্রকৌশলীদের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভের বিষয়ে অবহিত করেন এবং কক্সবাজারে প্রস্তাবিত ১০ তলা বিশিষ্ট বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত দালানের ছবি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, প্রকৌশলীরা দেশের উন্নয়নের প্রধান কান্ডারী । তাই তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মান অটুট থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করেন প্রফেসর ড. মওলানা নূরুল আবছার ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সওজ এর নির্বাহী প্রকৌশলী শাহে আরেফিন, এলজিইডি এর নির্বাহী প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ঋত্বিক চৌধুরী, বিদ্যুত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল কাদের গনি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. তানজীব আহমেদ, সাব-মেরিন ক্যাবলের ম্যানেজার প্রকৌশলী সুব্রাম কিশোরসহ কক্সবাজারের কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার কেন্দ্রের চেয়ারম্যান করোনা মহামারিতে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং সবার দীর্ঘায়ু ও সুস্থ্যতা কামনা করেন।

উপ-কেন্দ্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২৭ মে শুক্রবার, ২০২২ খ্রি., বিকাল ৩:৩০ মিনিট ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের ১০ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের শুভ উদ্বোধন করেন আইইবির প্রেসিডেন্ট, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা। এ উপলক্ষে উপ-কেন্দ্রের নির্মাণস্থানে (কউক ভবন সংলগ্ন) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আইইবি কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রকৌশলী বদিউল আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শহিদুল আলম। মওলানা নুরুল আমিন কর্তৃক পবিত্র কোরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

উক্ত শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আইইবির সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মো. কবির আহমেদ ভূঞা, আইইবির সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রিয় কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, আইইবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান প্রকৌ. মো. নুরুজ্জামান, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক প্রধান প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি মীর মঞ্জুরুর রহমান, আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সাবেক প্রধান প্রকৌ. প্রবীর কুমার সেন, আইইবির সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., চট্টগ্রাম গণপূর্ত সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুহম্মদ আশিফ ইমরোজ, কউকের ইঞ্জিনিয়ার মেম্বার লে. কর্ণেল প্রকৌশলী খিজির খাঁন, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ ও সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা. ও আন্ত.) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান।

কক্সবাজার উপ-কেন্দ্র আয়োজিত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত আইইবি'র প্রেসিডেন্ট মো. নূরুল হুদা

আইইবি কক্সবাজার উপকেন্দ্রের বহুতল ভবনের উদ্বোধক প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. নূরুল হুদা তার বক্তব্যে বলেন বিশ্বের সকল উন্নয়নের কর্ণধার প্রকৌশলীরাই, বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান কান্ডারী বাংলাদেশের প্রকৌশলীরাই। ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১ এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা প্রকৌশলীরাই পালন করছে। সর্বোপরি, কক্সবাজারে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বহুমুখী সুবিধাসহ ১০ তলা ভবনের উদ্বোধন কক্সবাজারবাসী এবং এতদঅঞ্চলে কর্মরত সকল প্রকৌশলীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার প্রদান হিসাবে উল্লেখ করেন।

এতদব্যতিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ. আবদুল কাদের গনি, আইইবি কক্সবাজার উপকেন্দ্রের সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ. মো. শাহজাহান, কউকের অথরাইজড অফিসার প্রকৌ. রিসাদুন নবীসহ কক্সবাজার কর্মরত বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলীবৃন্দ এবং কক্সবাজারের স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।

বুয়েট এ্যালামনাই অনুষ্ঠিত

বুয়েট এ্যালামনাই ২৭ মে ২০২২খ্রি. শুক্রবার বুয়েটের প্রকৌশল ১৯৭০ ও ১৯৭১ এবং স্থাপত্যে ১৯৭১ ও ১৯৭২ ব্যাচের গ্র্যাজুয়েটদের ৫০ বছর এবং প্রকৌশলে ১৯৯১ ও ১৯৯২ ব্যাচের গ্র্যাজুয়েটদের ৩০ বছর পূর্তিতে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও ঈদ পূনর্মিলনীর জন্য এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বুয়েট কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. এইচ. খান। বক্তব্যে তিনি বলেন, বুয়েটের জন্য এমন কিছু করতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানটি গর্ব করতে পারে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বুয়েট এ্যালামনাই এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, বুয়েটের ক্ষেত্রেও এটি হতে হবে, যাতে র‍্যাংকিংয়ে বুয়েটের অবস্থান উপরে থাকে।

স্বাগত বক্তব্য দেন সমন্বয়ক, বুয়েট এ্যালামনাই ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে বুয়েটের অবস্থান এখন ১৮৫তম। প্রকৌশলী ইমু রিয়াজুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বুয়েট এ্যালামনাইয়ের সহ-সভাপতি ও পুরকৌশল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন। বক্তব্য দেন বুয়েট এ্যালামনাই এর মহাসচিব প্রকৌশলী মাহতাব উদ্দিন ও সংবর্ধিত চার ব্যাচের এ্যালামনাইদের মধ্যে থেকে প্রকৌশলী জাওয়াদুল গনি, প্রকৌশলী শরীফ, প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান, প্রকৌশলী ইকবাল এইচ খান, মওদুদ চৌধুরী, প্রকৌশলী ফরহাদ আহম্মেদ খান শামীম, স্থপতি মো. ফয়েজউল্লাহ ও বুয়েটের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুর জব্বার খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে করোনা কালে মারা যাওয়া

এ. এম. এম. শফিউল্লাহ সহ মৃত্যুবরণ করা বুয়েটের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠান বিকাল ৩টা থেকে অতিথিদের আগমনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং রাত ৯ টায় নৈশ্যভোজের মাধ্যমে তা শেষ হয়।

বুয়েট এ্যালামনাই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

সহস্রাদিক এ্যালামনাইয়ের পদচারনায় সংবর্ধিত ব্যাচের এ্যালামনাইগণের প্রধান আকর্ষণ ছিল সম্মানিয় ক্রেস্ট ও বিভিন্ন বাহারি রঙের উত্তরীয় গ্রহণ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান সফলতা হল নতুন এ্যালামনাই মেম্বার তৈরী করা। এই অনুষ্ঠানে ৩৯ জন নতুন এ্যালামনাই মেম্বার হয়েছে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সবাই মিলিত হয়। রবীন্দ্র সংগীত এবং নজরুল নৃত্য আলেখ্য সবাই উপভোগ করে।

মঞ্চে নৃত্য পরিবেশনার একাংশ

রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত রবীন্দ্র শিল্পী রেজাওনা চৌধুরী বন্যা এবং নজরুল নৃত্য আলেখ্য পরিবেশন করেন স্থপতি তামান্না রহমানের নৃত্যশীলন কেন্দ্র। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি চমৎকার Souvenir প্রকাশিত হয় যা বুয়েট এ্যালামনাই এর Website এর সংযুক্ত করা হয়েছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং সংবর্ধিত ব্যাচের অংশগ্রহণের জন্য বুয়েট এ্যালামনাই কর্তৃপক্ষ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচির সমাপ্তি হয়। আগামী দিনগুলোতে বুয়েট এ্যালামনাই এর কার্যক্রম সফলতা লাভ করুক এই কামনা করছি।

a BRAC BANK company

Pay IEB Fees through bKash

fast & convenient

no queues, no waiting!

Payment

Pay The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) **membership fee, convention fee and other fees** using bKash Payment service.

The Institution of Engineers, Bangladesh

Merchant bKash Account Number

0 1 7 6 6 6 7 4 1 4 2

How to pay IEB fees through bKash?

Visit The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) website: **www.iebbd.org**

Membership Fees: Login using your membership number and password to check your payment dues and your reference number.

Convention fees: Visit **www.convention.iebbd.org** to fill up the online form. After successful submission you will get the total payable amount and the reference number.

Other fees: Visit respective menu/link to get necessary instruction.

Dial *247# to access your bKash Account and follow the steps below.

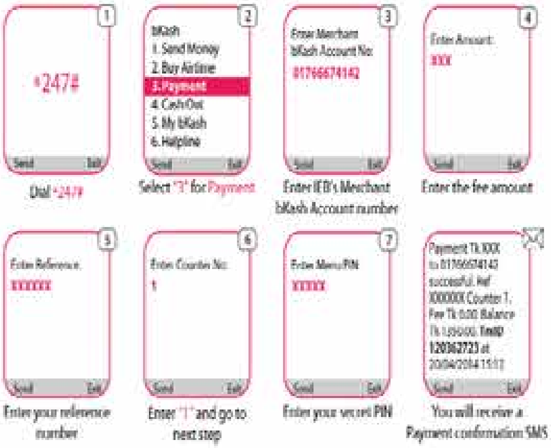

Some useful information

- Use your own bKash Account for your convenience
- Please preserve the transaction ID (TrxID) mentioned in the Payment confirmation SMS received from bKash
- You can verify your payment in IEB website **(www.payment.iebbd.org)** by using your transaction ID (TrxID)
- After making your payment you will get a payment confirmation email and SMS from IEB within the following working day
- To contact IEB
  - Call: 01766674142
  - Email: it@iebbd.org
  - Chat online at www.iebbd.org

Bring the following to any bKash Agent and open an Account for FREE!

2 passport size photographs | Original & photocopy of National ID/ Passport/ Driving License | Mobile Phone

Your bKash Account can be used to make payments against products or services purchased at numerous partner outlets around the country. Other bKash services include:

- Cash In: Depositing money in bKash Account.
- Cash Out:
  From ATM - Withdrawing money from BRAC Bank ATM from bKash Account.
  From Agent - Withdrawing money from Agent from bKash Account.
- Send Money: Transferring money from one bKash Account to another.
- Buy Airtime: Recharging Mobile Airtime from bKash Account.
- Interest on Savings: Earning interest on the monthly balance of bKash Account.
- My bKash: Checking Account balance and PIN changing.

Available on: airtel grameenphone রবি

Print: April 2014

ENGINEERING STAFF COLLEGE, BANGLADESH (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.

Tel: 880-2-9574144 Fax: 88-02-7113311

E-mail: info@esc-bd.org, escbieb@gmail.com; web: www.esc-bd.org

Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects, Main & City Campus

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	18
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	36
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	30
11	Training Course on Microcontroller	36
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programmable Logic Controller (PLC) and Distributed Control System (DCS) for industrial automation	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Training Course on Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (V-18.8 Latest Version)	30
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course on Captive Power Generation	15
20	Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	20
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	6
22	Training Course on A/C Inverter Drives	21

B. Training on Computer and IT Related Subjects, City Campus, Ramna, Dhaka

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	AutoCAD (2D)	40
6	AutoCAD (3D)	24
7	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
8	Geographic Information System (GIS)	48
9	Website Design and Development (Module-A)	60

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)

The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.iebbd.org IEBangladesh